CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 November 2021 ■ আগরতলা ১ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৪ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

রবীন্দ্র ভবনে স্বপ্ন বিলিয়ে লম্ফঝম্প

২৩শে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসতে না পারলে তৃণমূল ছেড়ে দেব ঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় তৃণমূলের মজবুত সংগঠন সাজাতে কাজ অনেকটাই বাকি। তাই, ত্রিপুরাবাসীর মন জয়ে ভোকাল টনিক দিতে আজ কার্পণ্য করেননি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে একের পর এক চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরাবাসীর আস্থা অর্জনে সর্বক্ষণ পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালের ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি হবে না, আশ্বস্ত করেছেন অভিষেক। তাঁর ঘোষণা, ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ঘরবাড়ি নিয়ে ত্রিপুরায় বসে থাকবেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, আগামী ডিসেম্বরে দলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ত্রিপুরায় এনে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সভা করবেন, দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ রবিবারের জনসভা থেকে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের তুলোধোনায় কোনও কসুর রাখেননি অভিষেক। তাঁর দাবি, হাওয়াই চপ্পল পরিহিত মহিলা বিপ্লব দেবের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। তাই করোনা প্রতিরোধে ডবল ডোজের মতোই ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনে ২৫ নভেম্বর পুর ও নগর ভোটে প্রথম ডোজ এবং ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় ডোজ দেবে তৃণমূল। তিনি বলেন, ২০১৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণেই সভা করেছিলাম। সেদিন কোনও বাধা ছিল না, তাই ৫,০০০ মানুষের উপস্থিতিতে সভা হয়েছিল। আজ প্রশাসনের বাধায় ৫০০ মানুষের উপস্থিতিতে সভা হচ্ছে। তবে রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ টিভির পর্দায় এই সভার সাক্ষী হয়েছেন, দাবি করেন তিনি। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলকে এত ভয় কেন পাচ্ছে বিজেপি সেটাই বুঝতে পারছি না। এতে স্পষ্ট, হাওয়াই চপ্পল পরিহিত একজন মহিলা ত্রিপুরায় বিজেপির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর দাবি, সঠিক ভোটাধিকার প্রয়োগ হলে ত্রিপুরায় বিজেপিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আগরতলায় রবীন্দ্র ভবনের সামনের রাস্তায় জনসভায় বক্তব্য রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় যা অবস্থা গায়ের জোরে পুর ভোট করবে বিজেপি। তবুও তৃণমূল বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না। তাঁর সাফ কথা, ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ঘরবাড়ি নিয়ে ত্রিপুরায় বসে থাকব। ছেড়ে পালাব না, আশ্বস্ত করেন তিনি। তিনি জোর গলায় বলেন, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবে তৃণমূল।

এদিন অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় সরকার দিল্লির নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার গঠন করার পর দুয়ারে সরকার পৌঁছবে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, আজ খুঁটি পুজো দিয়ে গেলাম। ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বিসর্জন দেব। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, দুই শিশু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩১ অক্টোবর।। গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকায় ফের ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি দুইজন শিশু।

গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার দলপতি এডিসি ভিলেজের কর্ণ কিশোর পাড়ার বাসিন্দা চন্দ্র সিং ত্রিপুরার ১২ বছরের ছেলে কলরাম ত্রিপুরা গত বৃহস্পতিবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। বর্তমানে মহকুমা হাসপাতালেই তার চিকিৎসা চলছে। এছাড়া শনিবার নতুন করে আরো ১জন শিশু ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার নাম লবাজয় রিয়াং (৭) বাড়ি গন্ডাছড়া মহকুমার সতীরাম পাড়া।

এই দিকে করোনার আতঙ্ক কিছুটা কমতে না কমতেই মহকুমা প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন করে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় দেখা দিচ্ছে। যদিওবা চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ভয়ের কিছু নেই। মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই ম্যালেরিয়া মোকাবিলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গট আপ গেম খেলছে তৃণমল কংগ্রেস ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। তৃণমূল কংগ্রেস অযথা রাজ্যে এসে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলতে চাইছে। একই সাথে বাঁকা পথে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে সিপিআইএম-কে। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে রবিবার সন্ধ্যায় এমনটাই মনে করেন রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, আগামী কয়েক দশকেও হারানো যাবে না বিজেপি-কে। তৃণমূল কংগ্রেসেরই ভোট প্রকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের দল অন্তত এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশান্ত কিশোরের দল স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয়, যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি দখল করে নিয়েছে সেখানে আগামী কয়েক দশকেও হারানো যাবে না এই দলকে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রবিবার ৩০ লাখ টাকা ভাড়া করে যে চার্টার্ড বিমানে করে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে এলেন তার টাকাই বা কোথা থেকে এলো? এই প্রশ্নও তুলেন তিনি।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ২০১৬ সালে বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে এসে সিপিআইএমকে খুনি, দুর্নীতিবাজ, গরিবদের শোষণ, নিপিরণ করছে বলে জানিয়েছিলেন। আর এখন তারই ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিআইএমকে মাইলেজ পাইয়ে দিতে গিয়ে খাটো করতে ছাড়লেন না ভারতীয় জনতা পার্টিকে। যেখানে তাদের নেই কোনও সংগঠন, নেই দলের ভিত, সেখানে তারাই নাকি আবার ২০২৩ সালে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যে। একটা অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পুলিশ প্রশাসনের বাধা সত্ত্বেও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন এর সামনে সভা করেন তারা। পুলিশ প্রশাসনের বক্তব্য ছিলো, যেহেতু দূর-দূরান্ত থেকে শয়ে শয়ে মানুষ তাদের জনসভায় উপস্থিত হবেন সে ক্ষেত্রে কোভিডের এই পরিস্থিতিতে সভার স্থানটি পরিবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হোক আস্তাবল ময়দানে। কিন্তু তা না করায় ত্রিপুরা উচ্চ আদালত একটি রায় দিয়ে জানিয়ে দেয় সভা যদি এখানেই করতে হয় তবে জনসমাগম যাতে কোনও অবস্থাতেই ৫০০ এর অধিক না হয়।

সুশান্ত চৌধুরী জানান, দীর্ঘদিন এ রাজ্যে বামেরা শাসন করলেও দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। ২০১৬ সালে একবার এলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি সে সময়। তবে হঠাৎ করে কেনই বা এখন তাহলে? প্রশ্ন তুলে মন্ত্রী বলেন, গট আপ গেম খেলছে তৃণমূল কংগ্রেস। বামেরা এবং তৃণমূল কংগ্রেস যে একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ এটা আরও আগেই প্রমাণিত হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু এক ইট ভাট্টার শ্রমিকের। নাম গুড্ডু ওরাং। বাড়ী ঝাড়খন্ড। রবিবার বিলোনীয়া চিত্তমারা মা কামাক্ষা ইট ভাট্টায়। জানা যায় এই শ্রমিক চার পাঁচ দিন আগে এই ভাট্টাতে কাজে নিযুক্ত হন।

রবিবার দুপুরে এই ভাট্টার শ্রমিক গুড্ডু ওরাং ভাট্টার পুকুরেই স্নান করতে যায়। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হলো গুড্ডু ওরাং কে কেউ দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে ইট ভাট্টার শ্রমিকরা। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পর ইট ভাট্টার পুকুরের কাছে যেতেই দেখতে পায় গুড্ডু ওরাং এর জামা কাপড় পড়ে আছে পুকুর পারে। সাথে সাথে গুড্ডু ওরাং কে শ্রমিকরা পুকুরের জলে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির করার পর গুড্ডু ওরাং এর দেহ পুকুরের জলে ডুবন্ত অবস্থায় হাতে লাগে এক শ্রমিকের। এরপর অন্যান্য শ্রমিকরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৪৬ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স)।। শুক্রবার ও শনিবারের মতোই আজ রবিবারও দেশের দৈনিক সংক্রমণ থাকল ১৫ হাজারের নীচে। শনিবারের তুলনায় রবিবার সংক্রমণ কমল বেশ অনেকটা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রবিবার আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৮৩০ জন। এই নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০০জন। গত দু'দিনের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমার পাশাপাশি রবিবার কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেকর্ডের পথে যাচ্ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স)।। টানা পাঁচদিন পর পর বেড়ে গেল পেট্রোল ডিজেলের দাম। গত কয়েকদিনের ট্রেন্ড ধরে এবারও অগ্নিমূল্য রয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যেভাবে হু হু করে বেড়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এদিনও বেড়ে গিয়েছে জ্বালানির দাম। এদিন মুম্বইতে পেট্রোলের দাম রেকর্ড গড়ে লিটার প্রতি ১১৫ টাকা। এদিন দেশের একাধিক শহরে তেলের দাম কার্যত ভয়াবহ আকারে বেড়ে গিয়েছে। পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩৫ পয়সা লিটারে, অন্যদিকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় ভয়াবহ আগুনে সাতটি দোকান সম্পূর্ণ ভষ্মিভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর।। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট এর ফলে শনিবার রাতের বিধ্বংসী আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই মোট ৭টি দোকান ঘর। এর মধ্যে ৪টি দোকান আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালিটিলা ব্লক চৌমুহনী এলাকায়।

জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার কালিটিলা ব্লকচৌমুহনী স্থিত অপু মালাকার, স্বপন মালাকার, দিলীপ দেব রায়ের মোট ৩টি দোকান ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। যদিও অপর চারটি দোকান আংশিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এলাকাবাসী সহ প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রাথমিকভাবে অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।

জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো নিজেদের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ব্লক চৌমুহনী এলাকায় ব্যাবসায়ীরা যে যার মতো করে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু শনিবার শেষ রাতে আচমকাই পথচলতি এক ব্যাক্তি প্রত্যক্ষ করে যে ব্লকচৌমুনী এলাকার বেশ কয়েকটি দোকানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে ওই ব্যাক্তি। উনার চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকাবাসী সহ পার্শবর্তী বাড়িঘরের লোকজন ছুটে এসে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে ফোন করে। কিন্তু অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূলের সভায় যোগ দিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা বাস আটক চুড়াইবাড়িতে, করোনা পজেটিভ সনাক্ত পনের জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ অক্টোবর।। পশ্চিমবাংলা থেকে আগরতলা তৃণমূলের সভায় যোগ দিতে শনিবার ও রবিবার সকালে নাইট সুপারে করে ত্রিপুরায় প্রবেশের সময় চুরাইবাড়িতে আটক করা হয় পশ্চিম বাংলার লোকজনদের।বাসে করে আসেন পশ্চিম বাংলার মানুষ। যেহেতু রাজ্য সরকার করোনা আবহের ফলে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সুতরাং চুরাইবাড়ি থানার সামনে চলে তাদের জোর তল্লাশি।সাথে চলে করোনা টেস্টিং। ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলা থেকে আগত প্রায় শরীরে কোভিড টেস্টিং এ

পনেরো জনের অধিক মানুষের পজেটিভ ধরা পড়েছে। অনেকে আবার করোনা টেস্টের ভয়ে ত্রিপুরা প্রবেশের আগেই ফিরে গেছেন পশ্চিম বাংলায়। যাদের শরীরে করোনা পজিটিভ চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে সরকারি ভাবে পানিসাগরে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তবে বহিরাগতদের আগমনে রাজ্যে করোনা ভাইরাসের প্রভাব ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নতুন করে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল শনিবার থেকে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে করোনার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

স্বাধীনোত্তর ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। স্বাধীনোত্তর ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। রাষ্ট্রহিতমূলক কর্মকাণ্ডে সার্বিক অংশীদারিত্বই হবে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আজ অরুন্ধতীনগরে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে শপথ বাক্য পাঠ করান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্ল্যাটুনের জওয়ানদের প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এরপর টিএসআর প্রথম ও সপ্তম ব্যাটেলিয়নের ব্যাণ্ড, সিআরপিএফের ব্যাণ্ড ও আসাম রাইফেলস প্ল্যাটুনের ব্যাণ্ড প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পরিবেশে স্বাধীনোত্তর ভারতে বিচক্ষণতা ও বলিষ্ঠতার সাথে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষায় এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনধারা ও কর্মজীবন আমাদের প্রত্যেকের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চিন্তন, দূরদর্শিতা ও কর্মনিষ্ঠাকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক নতুন দিশায় দেশবাসীর সুরক্ষা, সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে

অরুন্ধতীনগরে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারীকরা। ছবি নিজস্ব।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূলে যোগ দিলেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়কআশিস দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে জোড়া ফুল হাতে নিলেন ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়ক সুরমার আশিস দাস এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে শর্তাধীন জনসভার আয়োজন হয়েছে। সভায় একই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন হাওড়ার বিজেপি নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রবিবারই প্রকাশ্য জনসভায় অভিষেকের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে ঘরওয়াপসি হয়েছে তাঁর। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সাংসদ সুস্মিতা দেব, সাংসদ ডা. শান্তনু সেন, কুনাল ঘোষ, ত্রিপুরায় তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬ ▫ ১ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৪ কার্ত্তিক ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি

ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বভৌম ভারত বর্ষ সর্বদাই শান্তি-সম্প্রীতির পক্ষপাতী।শান্তি সম্প্রতি উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। ভারত সবসময় এই চিরন্তন সত্যকে মূল্যায়ন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবেশী কিছু দেশ অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করিয়া নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। এই ধরনের প্রয়াস কোনদিন কাম্য হইতে পারে না।

আফগানিস্থান আর মায়ানমার, ভারতের এই দুই পড়শির মধ্যে অদ্ভুত সাযুজ্য। চলতি বছরে এই দু''দেশেই গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে সরাইয়া বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করা হইয়াছে।। আর দু''দেশেই জনগণের উপর শত অত্যাচার করিলেও ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে চিনের বন্ধুত্বে কোনও আঁচড় পড়েনি। বরং তাহাদের গদি যাহাতে না ওল্টায় তাহার জন্য বেজিং উদগ্রীব। তবে কি দক্ষিণ এশিয়া কবজা করিবার জন্য এই দু''দেশকেই চিনারা তাদের ''স্ট্রিং অফ পার্লস'' কৌশলের অংশ হিসাবে নিয়াছে? এই প্রশ্নটাই আপাতত ঘুরপাক খাইতে শুরু করিয়াছে।

কিন্তু এ তো গেল মুদ্রার এক পিঠের গল্প। অন্য পিঠের গল্প আলাদা। তাহাতে দেখা যাইতেছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বন্দুকের নলে ক্ষমতা দখল করিয়াও বেজিংয়ের দোস্ত মায়ানমার সামরিক জুন্টা শান্তিতে নাই। সারা দেশে আগুন জ্বলিতেছে। মান্দালয় থেকে ইয়াঙ্গন পর্যন্ত সারা মায়ানমার ক্ষোভে উত্তাল এবং সেই ক্ষোভ কমিবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। যত জুন্টার অত্যাচার বাড়িতেছে, ততই দেশব্যাপী বিক্ষোভও বাড়িতেছে। এমনকী সেনার উপর হামলাও হইতেছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও বেজিং নির্বিকার ভাবে জুন্টাকে মদত দিয়াই চলিতেছে। কিন্তু কেন?আদতে যে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলো নিয়া চিনের অতি-উৎসাহ, সেগুলোর মধ্যেই এর উত্তর নিহিত। যাত্রাপথকে বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক করিতে ঠিক হইয়াছে চারটি শহরকে বাণিজ্যিক শহরে উন্নীত করা হইবে। এই পরিকল্পনার আওতায় প্রথমেই মায়ানমারের সীমান্তবর্তী শহর চিন।এই সব বাণিজ্যের সিংহভাগই যাইবে সেনাবাহিনীর পকেটে। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকিলে এই ধরনের প্রকল্প এত সহজে ছাড়পত্র পাইত কি না সন্দেহ।বেজিংয়ের নির্বিকার থাকিবার আর একটা কারণ মায়ানমার উপকূলের দক্ষিণে কোকো দ্বীপদ্বয়। এই দুই দ্বীপে রেডার স্টেশন বসাইয়া চিনা নৌবাহিনী এখান থেকে শুধু যে পুরো বঙ্গোপসাগরে নজরদারি করে তাহা-ই নয়, চিনা নৌবহরের নিরাপদ আশ্রয়স্থলও এই দুই দ্বীপ।

তাই এত সব কৌশলগত সুবিধা যখন মায়ানমার জুন্টা দিতেছে, স্বাভাবিক ভাবেই বেজিংয়ের সমর্থন পাইতেছে। আর জুন্টাও খুব ভালো করিয়াই জানে ওয়াশিংটনের রোষের হাত থেকে বাঁচগতে হইলে বেজিংকে পাশে দরকার।রাজনৈতিক সুবিধা হইবে তাহা-ই নয়, কোনও বিদেশি শক্তি আসিয়া তাহাদের সহজেই তাড়াইয়া দিতে পারিবে না।

অভিযান শুরু, দলের বেহাল অবস্থায় ক্ষোভ মান্নানের

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার থেকে রাজ্য জুড়ে কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগতে থাকা দল এই অভিযানে কতটুকু সাড়া পাবে, কর্মীদের মধ্যেই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একান্ত সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান।লোকসভায় সবেধন নীলমণি দু'জন সাংসদ। বিধানসভায় শূন্য। গত বিধানসভা ভোটে লজ্জাকর ফল হয়েছে। এমনকী, নিজের জেলা মুর্শিদাবাদেও খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। এর মধ্যেই পুরভোটের প্রস্তুতিতে নামতে হয়েছে তাঁকে। আগামী পুরভোটে জোট করে লড়াই নিয়েও যথেষ্ঠ সংশয় রয়েছে বিধান ভবনের কর্তাদের।একা লড়াইয়ের পক্ষে দলের একাংশ। অধিকাংশ নিচুতলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। যেহেতু অনেক জায়গাতেই দলের সংগঠন তলানিতে, তাই যেখানে যেমন সেখানে তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। সেক্ষেত্রে পুরভোটে বামেদের সঙ্গে জোটের দরজা খুলে রাখা হল। যেখানে প্রার্থী পাওয়া যাবে না সেখানে বামেদের প্রার্থী থাকলে কংগ্রেস তাঁকেই সমর্থন করবে বলেই মনে করছে প্রদেশের একাংশ। তৃণমূলের সঙ্গে জোটের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছেন নেতৃত্ব। এই অবস্থায় নতুন কর্মী এনে এবং বসে যাওয়া কর্মীদের চাঙা করে সক্রিয় করার পথ খুঁজতে শুরু করেছে নেতৃত্ব।এ ব্যাপারে কী ভাবছেন আব্দুল মান্নান? রবিবার তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "দলের সদস্যপদটাই গোলমেলে। প্রচুর ভুয়া নাম আছে তালিকায়। দলের এই অবস্থায় নতুন সদস্য পাওয়া ও বসে যাওয়া কর্মীদের চাঙা করা আদৌ সম্ভব কিনা, জানিনা।"আপনি কেন নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিচ্ছেন না দলকে? ক্ষুব্ধ মান্নান এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমি ৫৭ বছর ধরে দলের একনিষ্ঠ কর্মী। প্রদেশ কংগ্রেসে একনাগারে থাকা আমার মত আর কেউ নেই। কখনও দল ছাড়িনি। কিন্তু আমি দলে ব্রাত্য। সোমেন মিত্রর মৃত্যুর পর অনেকে চেয়েছিলেন আমাকে সভাপতি করতে। কিন্তু আমি মুসলমান বলে কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন। আমি ধর্ম আর দল কোনওটাই বদল করতে পারব না। দল নিয়ে তাই ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া আর কারও কাছে মন্তব্যও করিনা।"

দেশ এগিয়ে যাবে, যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : দেশ এগিয়ে যাবে, যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একথা বললেন। এদিন জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শক্তিশালী গণতন্ত্র একটি সমাজ ও ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষকে উন্নত করতে পারে। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত-এমন স্লোগান তুলে তিনি আরও বলেন, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমরা একই নৌকার যাত্রী। অতএব ওই নৌকাকে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখতে হবে। এজন্য আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তবে আমরা সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে পারব। এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এদিন দেশবাসী সর্দার প্যাটেলকে শুধু শ্রদ্ধা নয়, তার দেখানো পথ ধরে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়তে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : আজ রবিবার রোমে বসতে চলেছে জি-২০-র দ্বিতীয় অধিবেশন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলবেন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে। এর আগে শনিবার জি-২০ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে স্বাস্থ্য এবং করোনা অতিমারির সঙ্গে লড়াইয়ের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন মোদী। কোভ্যাক্সিনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে ভারতের টিকা সরবরাহ-সহ একাধিক বিষয় উঠেছে আলোচনায়।রোমের জি ২০-র দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে মোদী যাবেন গ্লাসগোয়। সেখানে রবিবার থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২৬তম 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' বসতে চলেছে। যা আদতে জলবায়ু সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকাঠামোগত সম্মেলন। ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন ২০০টিরও বেশি দেশ। জি-২০ জলবায়ু সংক্রান্ত অধিবেশনকে গ্লাসগোর সম্মেলনে প্রথম পর্যায় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কেন না জি-২০-র বৈঠকে রাষ্ট্রনেতারা যা বলবেন, তা নিয়ে আলোচনা হবে গ্লাসগোয়। এই মুহূর্তে বিশ্বের মোট গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের ৮০ শতাংশের জন্য দায়ী পাঁচটি দেশ। চিন, আমেরিকা, ভারত, ব্রাজিল এবং জার্মানি। পাঁচটি দেশই জি-২০-র সদস্য। গ্রিন হাউস গ্যাস জলবায়ু দূষণের অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ভারত এই গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনে গোটা বিশ্বে তৃতীয় স্থানে।

রামায়ণ, মহাভারত পপুলার কালচারের অংশ নেয়?

সুমন ভট্টাচার্য

অনির্বাণ ভট্টাচার্যর বিয়েতে 'টুম্পা' গানের সঙ্গে সৃজিত মুখোপাধ্যায় নেচেছেন। আর, সেই ভিডিও 'ভাইরাল' হয়েছে বলে যদি কেউ দুঃখ পেয়ে থাকেন, সংস্কৃতি রসাতলে যাচ্ছে বলে হা-হুতাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন— তাহলে তিনি সংস্কৃতি এবং পপুলার কালচারের নির্মাণ নিয়ে হয়তো সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ইউটিউব থেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা 'ওটিটি' প্ল্যাটফর্ম শুধু পপুলার কালচারের সংজ্ঞাকে নতুনভাবে নিরূপণ করছে না, ঠিক এবং ভুলের রেখাকেও গুলিয়ে দিচ্ছে।

যেমন 'নেটফ্লিক্স' -এ এই অক্টোবরে মুক্তি পাওয়া সিরিজ 'বারবারিয়ানস, যা দু'হাজার বছর আগে টিউটোবার্গ অরণ্যের যুদ্ধে জার্মান আদিবাসীদের কাছে রোমান সাম্রজ্যের পরাজয়ের গল্প, তা তো আসলে জার্মান জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পুষ্ট করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এতদিন যে যুদ্ধ এবং রণাঙ্গনে জার্মান নায়ক আর্মিনিয়াস ছিলেন অতি দক্ষিণপন্থীদের আইকন, তিনিই কিন্তু আজকের বার্লিনে ফিরে এসেছেন ইতিহাসের ক্ষণজন্মা সেনাপতি রূপে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এই নির্মাণকে শুধু বাহবা দেয়নি, ইউরোপ এবং আমেরিকা এই বারবারিয়ানস নিয়ে রীতিমতো আলোড়িত। জার্মান তথা ইউরোপ যদি ভয়ানক নাৎসি দুঃস্বপ্ন ভুলে বারবারিয়ানস সিরিজ গোগ্রাসে গিলতে পারে, 'নেটফ্লিক্স' যদি সেই সিরিজের 'সিজন টু'-র জন্য অনুমোদন দিয়ে দেয়, অন্যদিকে তুরস্কের সিরিজ এর্তুগ্রুল নিয়ে যদি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আপ্লুত হয়, ইসলামাবাদ থেকে খোদ সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান টুইট করে এই সিরিজের জনপ্রিয়তা বুঝতে ব্যর্থতা, না কি ভারতীয়ত্বর নির্মাণ চিনতে অপারগতা? হোয়াটসঅ্যাপ নামক যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আজকাল প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত শর্ট এবং মিডটার্ম কোর্স করি, সেখানে মাঝেমধ্যে কিছু ভাল শিক্ষক মণিমুক্তো রেখে যান। রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে বিতর্ক উঠলেই হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহি 'মহাভারত' -এর চিত্রনাট্য লেখার অনেক আগে রেজা ১৯৭৯ সালে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন 'ম্যায় তুলসী তেরে অঙ্গন কি'-র সংলাপ লেখার জন্য। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেটাকে 'ভারতীয়ত্ব' বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলেছিলেন, যদি সেটার মর্ম কেউ উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে রাহি মাসুম রেজা কেন ম্যায় তুলসী তেরি অঙ্গন কি বা

ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তাহলে আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত দেখানো হলেই এত গেল গেল রব ওঠে কেন? এর নেপথ্যে হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে চিৎকার শুরু হয়ে যায় কেন। এটা কি রামায়ণ এবং মহাভারতের মাসুম রেজা-কে নিয়ে একটি লেখা ঘুরতে থাকে। দূরদর্শনে বি আর চোপড়ার 'মহাভারত' -এর চিত্রনাট্য রাহি মাসুম রেজা লিখেছিলেন এবং সেজন্য তাঁকে কত কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিল, সেটাই লেখার মূল উপজীব্য। কিন্তু যেটা বলা হয় না, মহাভারত প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বুঝতে অসুবিধা হবে না।

বর্তমান সরকারের কট্টর সমালোচত বলে পরিচিত অনুভব সিন্‌হা যখন তাপসী পান্নুকে নিয়ে মুল্‌ক তৈরি করেন এবং বেনারসকে গল্পের পটভূমি হিসাবে দেখান, তখন সেখানে কিন্তু সেই সিনেমার প্রধান মুসলিম চরিত্র সকালে চায়ের আড্ডায় তাঁর হিন্দু প্রতিবেশীদের জয় সিয়ারাম বলেই সম্বোধন শুরু করেন, আর প্রত্যুত্তর আসে সালাম আলেকুম। আসাদউদ্দিন ওয়াইসি যতই অসন্তুষ্ট হোন, সিনেমায় বেনারস প্রবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলিম কিন্তু সকাল সকাল জয় সিয়ারাম বলতে দ্বিধা করেন না। ঠিক যেভাবে বারবারিয়ানস এর নির্মাতারা বারবার সমস্ত সাক্ষাৎকারে বা দ্য ইউ ইয়র্ক টাইমস কে দেওয়া দীর্ঘ প্রতিবেদনে মনে করিয়ে দিয়েছেন, আর্মিনিয়াসকে কেন তাঁরা বেছেছেন এই সিরিজের শীর্ষনায়ক রূপে। বা জার্মান ইতিহাসের কোন সন্ধিক্ষণের উপর তাঁর জোর দিয়েছেন। টিউটোবার্গের যুদ্ধ যে রোম সাম্রাজ্যের জন্য বড় ধাক্কা ছিল, সেটাকে তো ঐতিহাসিকভাবে প্রত্যেকে স্বীকার করেন। দু'হাজার বছর আগের এই যুদ্ধ যে জাতি হিসাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, তা-ও অনস্বীকার্য।

রামায়ণ এবং মহাভারত সিরিয়াল হিসাবে দেখানো বোক কিংবা আমাদের পপুলার ডিসকোর্সে আসুক, যেভাবে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করা হয়, তাতে আসলে একটা পরিবর্তন অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা এক ধরনের বামপন্থী উন্নাসিকতা, ভারতীয়ত্বকে না বোঝার চেষ্টা। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের ইউরোপে যে অর্থ হয়, এশিয়ায় যে তা বদলে যেতে পারে, সেটা খেয়াল থাকে না। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা যে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংজ্ঞায়িত করে, মহাত্মা গান্ধীও যে সেটাই বলতে চেয়েছিলেন—তা আমরা ভুলে যাই। বামপন্থী ন্যারেটিভের এই সমস্যা বোঝার জন্য মধ্য এশিয়ার একটি দেশের উদাহরণ দিতে পারি। কিরঘিজস্তানের জাতীয় হিরো বা আইকন হচ্ছে মানস। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এই যোদ্ধার সঙ্গে কিরঘিজ-রা নিজেদের আতিমক বন্ধন খুঁজে পায়, নিজেদের আইডেন্টিটি-র প্রতিষ্ঠা খুঁজে পায়। মুসলিম সংখ্যাগুরু সেদেশে তাই মান্‌সকে নিয়ে মহাকাব্য রচিত হয়েছে। সে মহাকাব্য ওদেশে রামায়ণপ্রতিম। কিন্তু কিরঘিজস্তান যখন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ ছিল, বিশেষ করে স্ট্যালিনের আমলে---মান্‌স নিয়ে মহাকাব্য উপেক্ষিত হত। কিন্তু কিরঘিজরাও ছাড়ার পাত্র নয়। রাজধানী বিশ্‌ককে শহরে মান্‌সের মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনড় ছিল। অবশেষে সোভিয়েত যুগের শেষদিকে ১৯৮৫ সালে, বিশ্‌কেক শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে মান্‌সের ঘোড়সওয়ার মূর্তি বসে। বছর তিনকে আগে আমি যখন কিরঘিজস্তান যাই, তখন অবশ্য বিশ্‌কেকের বিমানবন্দরই মান্‌স-নামাঙ্কিত।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভারত-পাক ম্যাচে ক্রিকেটের চেয়েও বেশি কিছু থাকে

সুমন ভট্টাচার্য

১৬ জুন,২০১৯। ভারত -পাকিস্তান ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দু'ঘন্টা কেটে গিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টারের 'কারি মাইল' এলাকা তখন দেখার মতো। রাস্তার একধার অন্ধকার, বিষন্ন। সবকটা পাকিস্তানি রেস্তোরাঁ কার্যত জনমানবশূন্য, কেমন যেন পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে রেস্তোরাঁগুলোয় তিলধারণের জায়গা নেই। যা যা নৃত্যশৈলী আয়ত্ত করা সম্ভব, তার প্রদর্শন চলছে পুরোমাত্রায়। ঢোলের বাদ্যে তাল মিলিয়ে ভাংড়া নাচছিল মানুষ,সেই নাচ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনই প্রাণশক্তিতে ঠাসা। সর্বত্র তেরঙ্গা দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, উদ্‌যাপনের এই সবে শুরু। বিশ্বকাপের আরও একটা ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে এবং আবারও এই জয় এসেছে একতরফা খেলায়। এমনকী, খেলার এই এখপেশে হাবভাব দেখে পাকিসআতনের সমর্থকরা রীতিমতো দেশভাগ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। একটা টুইট বাইরাল হয়েছিল সে সময়। সেই টুইটে লেখা ছিল, দেশভাগ যদি না হত তাহলে এভাবে বৈইজ্জত হতে হত না আমাদের (না পার্টিশন হোতা আর না হাম জলিল হোতে)। এই সূত্রেই কয়েকটা প্রশ্ন আমার মনে আসছে। পাকিস্তান ওলজ ট্র্যাফোর্ডে যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল, ভবিষ্যতেও যদি তা করতে থাকে, তাহলে কি ভারত -পাকিস্তান ম্যাচ ততটা উত্তেজক ঘটনা হয়ে থাকবে আর? সীমান্তের দু'পারের সমর্থকরাই হোক বা বিশ্বের নানা প্রান্তের দর্শকরা-তারা কতদিন আর প্রভূত ডলার খরচ করে বিভিন্ন গন্তব্যে পাড়ি দেবে এই দু'টি টিমের খেলা দেখার জন্য?

এই খেলার উদ্দীপনা ধরে রাখার জন্য একটি উন্নত পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রয়োজন। ক্রিকেট দুনিয়ার এমন একটি পাকিস্তানের প্রয়োজন, যাকে সহজে হারানো যায় না। যারা রুখে দাঁড়াতে পারে, লড়ে নিতে পারে। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনাল একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র। এটা এখন প্রমাণিত যে, টিম হিসাবে ভারত এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। এমনকী, দুবাইয়ের ম্যাচের আগে প্রত্যেক প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার এবং সাংবাদিকই এ বিষয়ে সম্ভাবনাই বেশি এবং বিরাট ও তাঁর টিমকে যদি পাকিস্তান পরাজিত করে, তাহলে তা হবে সত্যিই বিস্ময়কর। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এই ছবিটা বদলানো দরকার। প্রতিযোদিতা না থাকলে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীসের? একটা পর্যায়ের পর সমর্থকরা এই একতরফা খেলা আর দেখবে না। খেলার গুরুত্বই কমে যাবে তাদের কাছে। সত্যি বলতে কী, সাম্প্রতিক অতীতে ভারত-পাকিস্তানের খেলা নিয়ে উত্তেজনা নেহাতই বাগাড়ম্বর ঠেকছে অনেকের কাছে। ক্রিকেট-বিশ্ব এই খেলা ছাড়াও টিকে থাকতে পারে। যদি অদূরপ ভবিষ্যতে পরিস্থিতি না পালটায়, তাহলে বিস্বকাপে ভারত বনাম ইংল্যান্ড বা ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে অনেক বেশি দর্শনীয় হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপের শুরুতে কিন্তু পাকিস্তান বেশ দুর্বল ছিল। তারা প্রায় বাদ পড়েই যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় ওয়াসিম আক্রমের মুনশিয়ানা ও এক তরুণ ইনজামান উল হকের সাহায্যে ইমরান খান টিমকে ফিরিয়ে আনেন ছন্দে, এবং পাকিস্তান টুর্নামেন্ট জেতে। সমস্যা হচ্ছে, ইমরান যা করেছিলেন, তার ধারে কাছেও আর কেউ পৌঁছতে পারলেন না। যে সম্মান ইমরান অর্জন করেছিলেন খেলোয়াড় হিসাবে, তার অএর্ধকও কেউ আদায় করতে পারেননি।

অতএব কী হবে ভারত পাকিস্তান খেলার ভবিষ্যৎ? এই খেলা কি তার জেল্লা হারাবে? শিগরিরই কি ভারত পাকিস্তান খেলা অতীতচারণের বিষয় হয়ে উঠবে? না কি একতরফা প্রতিযোগিতা হওয়া সত্ত্বেও সমর্থকরা একইভাবে এই খেলাকে সাগ্রহে বরণ করে নেবে? একটু স্থূলভাবে আর একটা প্রশ্ন রাখা যায়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য কি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? নির্দিষ্ট উত্তর নেই। তবে, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের সাপেক্ষে একটা উপসংহারে পৌঁছনো যেতে পারে, খেলা ও রাজনীতি কখনও একে অপরের সঙ্গে মেশে না এই প্রবচন ভুল। খেলা আর রাজনীতি এই উপমাদেশে একে অপরে সঙ্গে সবসময় জুড়ে থেকেছে বলেই ভারত পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মানুষ এই খেলা দেখে, কারণ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মানুষ এই খেলা দেখে, কারণ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়েছে মানুষ এই খেলা দেখে কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে ক্রিকেটের চেয়েও বেশি কিছু জুড়ে রয়েছে। ক্রিকেট যদি ততটা জোরদার না ও হয়, তাহলেও এই খেলার সঙ্গে জুড়ে থাকা অনুষঙ্গর দরুনই ভারতের জয় একটা ভড় বিষয়। আজ রাতে কি এই সমীকরণ বদলে যাবে? ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের দূরন্ত ফর্মের কাছে পরাস্তা পাকিস্তান, যারা ক্রিকেট বিশ্ব থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তারা কি অবিশ্বাসাভাবে ফিরে আসতে পারবে? তাদের দলের শক্তির আদত চেহারাটা কি তারা দেখাতে পারবে? আদত চেহারাটা কি তারা দেখাতে পারবে? তারা কি বিরাট এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন জাঁকজমপূর্ণ ভারতীয় দলকে রুখে দিয়ে নজির গড়বে? ব্যাটিংয়ে তাদের শক্তি আগুনের মতো দুর্দান্ত। বাবর যেমন উজ্জ্বল, তেমনই অসাধারণ তাঁর দাণাবাহিকতা। ফক্কর ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে কিছু অনবদ্য। শট খেলেছিলেন, তা সবার মনে রয়েছে। রিজওয়ান সম্ভবত সবচেয়ে উন্নত ব্যাটার, হাফিজ ও শোয়ের মালিকও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। শোয়েবকে দলে নেওয়ার কারণে বিপক্ষের উপর বাড়তি চাপ প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আনতে পারে। পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন আপও যথেষ্ট বলিষ্ঠ। বোলিংয়ে সবটাই নির্ভর করবে পেস আক্রমণের উপর, কারণ পেসারবাই পারবে ভারতের অতি-শক্তিশালী টপ অর্ডারকে বাগে আনতে। বলা যেতে পারে, শাহিন আফ্রিদির পরিপক্কতা ও হাসান আলির অভিজ্ঞাতার পরীক্ষা আজকের ম্যাচ। ভারত-পাকিস্তান প্রতিযোগিতার কথা বলতে গিয়ে কপিল দেব একবার বলছিলেন---'দেখুন এটি এমন একটি খেলা যেখানে প্রত্যেক ক্রিকেটার তাঁর সেরাটা উজাড় করে দিতে চান। আপনি জানেন, যদি তবে আপনিই নায়ক। মানুষ সেই পারফরম্যান্স মনে রাখবে। আমি বারবার বলি, আমার মতে তা কোনও বাড়তি চাপ নয়। বং তা অত্যন্ত আনন্দের। নিজেকে সবচেয়ে বড় মঞ্চের জন্য প্রস্তুত করা, স্বাগত জানানোই একজন ক্রীড়াবিদের দায়িত্ব। সবচেয়ে বড় পর্যায়ে পারমর্ফ করার সুযোগ উপভোগ করলে তবেই কেউ মহান হতে পারে। ভারত-পাকিস্তানের প্রতিযোগিতা আক্ষপিক অর্থে তেমনই নিজেকে সেরা প্রমাণ করার একটি সুযোগ। দশ দিনেরও বেশি সময় ধরে দুবাইতে থাকার পর আমি বলতে পারি যে, কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে এই ম্যাচের টিকিট জোগাড় করার জন্য একশোর বেশি অনুরোধ এসেছে এবং এই একটা ম্যাচ দেখার জন্য বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ জড়ো হয়েছেন। টিকিটের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। ২০১৯-এর বিশ্বাকাপের পর এবং কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই প্রথম দুই দেশ একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে। সত্যি বলতে, এই ম্যাচের সাক্ষী হতে আমিও মুখিয়ে রয়েছি। বিশ্ব ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি নজরে থাকা দু'টি দলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ দেখার আগ্রহ আমার প্রবল। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

শান্তিনিকেতনের ডায়েরি

খায়রুল আনাম

কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের যে গেস্ট হাউস রয়েছে তার ভাড়ার টাকার কার কাছে থাকবে, এই নিয়ে কর্মীসভা ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছে। বিশ্বভারতীয় পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বভারতী কর্মীসভার অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা যেহেতু বিশ্বভারতীর , তাই ওই টাকা বিশ্বভারতীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে কর্মীসভা বলছে, এই টাকা কর্মীসভার কাছেই ওই টাকা থাকবে। এই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর সঙ্গে কর্মীসভার কোন ও চুক্তি থাকলে, তা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দেখাক।

জানা যায় কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের একটি গেস্টা হাউস রয়েছে। বিশ্বভারতীর কর্মী অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা কোনও প্রয়োজনে গেলে ওই গেস্ট হাউসে থাকেন। গেস্ট হাউসে যে তিনটি ঘর আছে তার প্রতিটিতে পাঁচটি করে শয্যা রয়েছে। এক একটি শয্যার জন্য প্রতি রাতের ভাড়া হিসেবে ৫০ টাকা করে দিতে হয়। নিমাইসাধন বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকার সময়ে তিনি ওই গেস্ট হাউসের পরিচালন ভার কর্মীসভার হাতে তুলে দেন। ঠিক হয় যে, এ বাবদ জমা টাকা কর্মীসভার অ্যাকাউন্টে যাবে। বর্তমানে গেস্ট হাউসের ভাড়া এবং কর্মীদের দেওয়া চাঁদা বাবদ পাওয়া প্রায় ৯ লক্ষ টাকা কর্মীসভার অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে। মাস দুয়েক আগে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ গেস্ট হাউস পরিচালনার দায়িত্ব কর্মীসভার হাতে থেকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নে। তার পরই গেস্ট হাউস বাবদ কত টাকা জমা রয়েছে তা কর্মীসভার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। কর্মীসভার পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট জমা দিয়ে দেওয়া হয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে। কর্মীসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কর্মীসভা জন্মলগ্ন থেকে গেস্ট হাউসের দায়িত্বে রয়েছে। এই টাকা ফেরত নিতে হলে কর্মীসভার সংবিধান অনুসারে প্রথমে কর্মীসভার কাউন্সিলে যেতে হবে। সেখানে তা পাশ করিয়ে এগিকিকিউটিভ কাউন্সিলে পাশ করাতে হবে। শেষে জেনারেল বডির মিটিং করিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ করাতে হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যেভাবে ওই টাকা ফেরত চেয়েছে তা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ চাইতে পারে না বলে কর্মীসভার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে কর্মীসভা আইনের সাহায্যও নিতে পারে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই কর্মীসভার সঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, এবার এই বিষয়টি তার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারডাঙা আদিবাসী পাড়ায় ২২ ঘর আদিবাসী বসবাস। এদের কারও বাড়িতে শৌচাগার না থাকায় তারা সকলেই মুক্ত শৌচকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। যা নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষিত বীরভূম জেলার পক্ষে ছিল অত্যন্ত বেমানান। এজন্য কিছুদিন আগেই ওই আদিবাসী পাড়ার ২২টি পরিবারের জন্য ২২টি শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া হয় একটি ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে। কিন্তু ওই শৌচাগারগুলির পরিসর এতটাই ছোট যে তার মধ্যে বসে শৌচকর্ম করা যায় না। শৌচাগার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জলের যেমন ব্যবস্থা নেই তেমনি নেই সঠিক মাপের দরজা। এর ফলে ওই ২২টি শৌচাগারের একটিও পাড়ার মানুষজনেরা। যার ফলে তাঁরা আগের মতোই মুক্ত শৌচতমত সারেন নির্মল ঘোষিত জেলায়। এই বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হযেছে। রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতও বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। তবুও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

রামপুরহাটের বনহাটগ্রাম পঞ্চায়েতের হালদশা গ্রামে ডায়ারিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত দু'জনকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। অভিযোগ ওঠে যে ডায়ারিয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লক স্বাস্থ্য দফতর তেমন কোনও গুরুত্ব দেয়নি। পরে অবশ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোসহ ওষুধ বিলির কর্মসূচি নেওয়া হয়। এলাকার মানুষদের অভিযোগ, গ্রামে এখনও প্রয়োজনীয় পানীয় জলের অভাব রয়েছে। ওই এলাকায় থাকা একটি কুয়ো ও সাবমার্সিবল থেকেই গ্রামের মানুষকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। সেই জল পান করার ফলেই এমন পরিস্থিতি হয়েছে বলে গ্রামের মানুষের অভিযোগ রয়েছে। রাত্রে বিছনায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এক মহিলাকে সাপে কামড়ালে তিনি মারা যান। নলহাটি থানার কানপুর গ্রামের শান্তিরানি মণ্ডল (৫৪) রাত্রে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার সময় একটি বিষধর সাপ ছোবল মারে। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে বেশ কিছুটা সময় চলে যায় পরে বিছানার তলায় বিষধর সাপটিকে দেখা যায়। পরে বিষক্রিয়ায় মারা যান শান্তিরানি দেবী। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব।

কৈলাস বিজয়বর্গীয় বিরুদ্ধে তথাগত রায়ের বেনজির মন্তব্যে তীব্র গুঞ্জন নেটিজেনদের

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : তথাগত রায় নজিরবিহীন ভাষায় তোপ দেগেছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্যে নারাজ রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে।

গোপাল মন্ডল লিখেছেন, "শুধু কৈলাস? আমার এই লিস্টে শিব প্রকাশও আছেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল না হওয়ার জন্যে দায়ী স্বয়ং মোদী এবং অমিত শাহ। এনারা ধরেই নিয়েছিলেন যাকে খুশি প্রার্থী করলেই মোদীর নাম মাহাত্মে আপ্লুত হয়ে এই রাজ্যের মানুষ ভোট দিয়ে দেবে। আর বঙ্গ বিজেপির উপরে ছড়ি ঘোরানো এই সব কৈলাশ, শিব প্রকাশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্কারায় স্ফুর্তি আর মাল কামিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে বলি হয়েছে নিচু তলার কার্যকর্তারা।"

অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখেছেন, "উনি (তথাগতবাবু) চতুষ্কোণ বলেছেন। আমি একমত। যা শুনেছি, তাতে কোন ঘৃণাই যথেষ্ট নয়। রাজনীতি কতখানি নোংরা অঘামার্কা চরিত্র হীনদের আখাড়া হতে পারে, তার প্রমাণ এই চারজন।" সুদীপ্ত সমাদ্দার লিখেছেন, "একদম সঠিক বলেছেন দাদা। শুধু কৈলাশ কেন? শিব প্রকাশ, অরবিন্দ মেনন এরা কোন ভাল কাজটা করেছে?" তন্ময় ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সৎসাহস থাকলে আপনি প্রদীপ যোশীর কথাও কিছু বলুন। শুধু কৈলাশ আর অরবিন্দকে টেনে কি হবে?" দেবারতী মিত্র লিখেছেন, "ঠিকই বলেছেন। আপনার সৎসাহস আছে।" শ্যামল সেন লিখেছেন, "উনি বিজেপির বারোটা বাজিয়ে বাঁশি বাজান। এক অসভ্য লোক, মাফিয়া। তথাগত দা ঠিক কথা বলেছেন।"

কৌস্তভ রঞ্জন গুপ্ত লিখেছেন, 'কৈলাস তো কেলেঙ্কারিতে ভরা।" কৃপাচার্য বড়াল লিখেছেন, "আমরা আপনাকে সমর্থন করি।" অতনু কুমার লিখেছেন, "আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত।" মৌসুমী মজুমদার লিখেছেন, "ঠিকই বলেছে।"দীপক বাগী লিখেছেন, "শুধু কৈলাশ নয়, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ এরাও কালপ্রীট তৃণমূলের ....দের ভোটের টিকিট দিয়ে, এইরাজ্যে বিজেপির কবর খোঁড়া হয়েছে।" সৌমিত্র রক্ষিত লিখেছেন, "আপনাকে দেখলেই শুধুমাত্র মনে হয়: পশ্চিম বঙ্গের বিজেপিতে কমপক্ষে একজন মানুষ আছেন, যার সঠিক কথাটা সঠিক ভাবে বলার ক্ষমতা আছে। এদের মুখোশ গুলো খোলার ক্ষমতা শুধুমাত্র আপনারই আছে। তাই, আগে পিছনে না ভেবে, এদেরকে নেংটো করুন, আর বঙ্গ বিজেপিকে বাঁচান। শ্রদ্ধা রইলো আপনার জন্য, আর ঘৃনা রইলো ওই সব ধান্দাবাজ লোক গুলোর জন্য। ভালো থাকবেন।"

শেখ জামাললিখেছেন, "তাই বলে একটা মানুষের সাথে কুকুরকে এক করে দিতে হবে।"

চালসায় এসএসবির দৌড় প্রতিযোগিতা

চালসা, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে। সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রান ফর ইউনিটি অনুষ্ঠিত হল। রবিবার মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির তরফে ওই দৌড় হয়।

এদিন সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রান্তি মোড় এলাকা থেকে সালবাড়ি মোড়ের এসএসবি ক্যাম্প পর্যন্ত হয় দৌড়। দৌড়ের সূচনা করেন মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির কমান্ডেন্ট পরাগ সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন দৌড়ে মোট ১০৫ জন এসএসবি জওয়ান অংশগ্রহণ করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় রায়গঞ্জে বামেদের মানববন্ধন

রায়গঞ্জ, ৩১ অক্টোবর (হি.স): সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বামকর্মীদের মানববন্ধন কর্মসূচি। রবিবার মৌলবাদের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জের বকুলতলা মোড় থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত বামেদের মানববন্ধনে শামিল হয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের কর্মসূচিতে ছাত্র-যুব- শিক্ষক-মহিলা এবং মেডিকেল সেলস ও রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের সদস্যরা শামিল হয়েছিলেন।

বামকর্মীদের কথায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে চারিদিকে। এক শ্রেণির মানুষ এসব করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশেও এধরনের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে এবং এ দেশের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এবং সম্প্রীতির পক্ষে সোচ্চার হতে হবে সকলকে।

সবধরণের আতশবাজি বর্জনের আবেদন জানিয়ে শিলিগুড়িতে পদযাত্রা

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : আতশবাজির বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে সচেতনতামূলক প্রচার। সবধরণের আতশবাজি বর্জন করার আবেদন জানিয়ে রবিবার শিলিগুড়িতে সচেতনতামূলক পদযাত্রা করল শিলিগুড়ি ফাইট করোনা, ন্যাফ, মাই ডক্টরস এর মতো সামাজিক সংগঠনগুলি।

এদিনের পদ যাত্রায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন সুইমিং পুলের কাছ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শিলিগুড়ির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। যেখানে বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নেয়।

পরিবেশ প্রেমী সংগঠন ন্যাফের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে যাতে সমস্ত শহরবাসী যাতে আতশবাজি পোড়ানোর থেকে দূরে থাকেন আমরা সেই আবেদন জানাচ্ছি।

গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণাইতে বুনো হাতির হামলায় মৃত্যু অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীর

কৃষ্ণাই (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই এলাকার প্রত্যন্ত ধাইগাঁওয়ে দু-দিনের মাথায় বুনো হাতির হামলায় আরও একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান ধাইগাঁও বিজয়পুরের ইলথিরা মারাক বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

গত তিনদিন ধরে গোয়ালপাড়া জেলার দহিকটা, ধাইগাঁও, মোয়ামরিয়া, শিমলাবাড়ি, গুড়িয়া প্রভৃতি অর্ধশতাধিক গ্রামে ২৫ থেকে ৩০টি হাতির এক দল বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে জনাবসতি এলাকায় এসে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। হাতির দলটি গ্রামের ধান খেতে পড়ে একাধারে ফসল খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে।

আজ সকালেও ধাইগাঁও গ্রামে হাতির দল খেতে পড়ে ধান খাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখতে গ্রামের মানুষ খেতের পাশে ভিড় জমিয়েছিলেন। একসময় দল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি জমায়েত মানুষজনের দিকে তেড়ে আসে। সবাই দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাতিটির নাগালে পড়ে যান অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান ইলথিরা মারাক। তাঁকে শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছাড় মেরে বুনো হাতিটি আবার তার দলে ভিড়ে যায়।

এদিকে আহত ইলথিরা মারাককে উদ্ধার করে স্থানীয়রা কৃষ্ণাই হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মারাক।

গরুখুঁটির পর শোণিতপুরের বরসলায় উচ্ছেদ অভিযানের প্রস্তুতি প্রশাসনের

বরসলা (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : দরং জেলার গরুখুঁটির পর এবার শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত বরসলা বিধানসভা এলাকায় চলবে উচ্ছেদ অভিযান। এজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে বরসলার চর অঞ্চলগুলি থেকে সরে যেতে জবরদখলকারীদের নোটিশ পঠিয়েছেন ঢেকিয়াজুলি রাজস্ব সার্কল অফিসার।

ঢেকিয়াজুলি রাজস্ব সার্কল অফিসারের নোটিশে ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৫ দিনে মধ্যে বেদখলকৃত চর অঞ্চল খালি করতে হবে, নতুবা উচ্ছেদ অভিযান চালাতে বাধ্য হবে প্রশাসন।

এদিকে বরসলার চর অঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযানের সরকারি নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। তাঁদের অনেকেই বলছেন, প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক। তবে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে সরকারি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। পাশাপাশি উচ্ছেদ অভিযানে প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে জবরদখলকারিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সচেতন মহল।

অন্যদিকে স্থানীয় সচেতন মহলের অভিযোগ, বরসলার বিভিন্ন চর অঞ্চলে বেদখলকারীরা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নন, তাঁরা সন্দেহজনক। এই সকল মানুষ নগাঁও, মরিগাঁও জেলা থেকে এসে শোণিতপুরের বরসলা বিধানসভা এলাকার চর অঞ্চলগুলি বেদখল করে পরিবেশ নষ্ট করছেন। এদের জন্য বরসলার জনবিন্যাস পরিবর্তন হতে চলেছে। এই সব জবরদখলকারীদের জন্য বরসলার ভূমিপুত্ররা শংকিত, জানান একাংশ সচেতন নাগরিক।

বেসিমারিতে মুখোমুখি সুইফট ডিজায়ার-পণ্যবাহী ট্রাক, হত পাঁচ, ঘায়েল তিন

দরং (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত বেসিমারি এলাকায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই বালিকা এবং তিন যুবক সহ পাঁচজনের অকালমৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত পাঁচজনকে দরঙের শ্যামপুর গ্রামের ফরিদুল ইসলাম, আজাদ আলি, ইব্রাহিম আলি এবং দলগাঁও দৈপামের মঞ্জুয়ারা বেগম, সানিয়া আখতারা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আহতরা যথাক্রমে রফিকুল ইসলাম, আব্বাজ আলি এবং আবদুল আওয়াল। তাঁদের বাড়ি দরঙের আরিমারি শ্যামপুরে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ রবিবার বিকেলে জাতীয় সড়কে এএস ০৭ জি ৬৭৯৪ নম্বরের একটি দুরন্ত সুইফট ডিজায়ার এবং এএস ১৩ সিসি ১০০২ নম্বরের পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়ংকর এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাস্থলেই সুইফট ডিজায়ারের পাঁচ আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন তিনজন। জানা গেছে, পণ্যবাহী ট্রাকটি তেজপুরের দিকে যাচ্ছিল এবং সুইফট ডিজায়ার যাচ্ছিল গুয়াহাটির দিকে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশের দল। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে মঙ্গলদৈ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। এছাড়া নিহতদের ময়না তদন্তের জন্য সিভিল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ক্লাস নেওয়ার সঠিক পথ খুঁজতে মঙ্গলবার বৈঠক যাদবপুরে

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ক্লাস নেওয়ার সঠিক পথ খুঁজতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠকে বসবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। ১৬ নভেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হবে, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই বৈঠক হবে। উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কত পড়ুয়া আসবেন তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ছাত্রছাত্রীকেই আসতে বলতে হবে। যাদবপুরে দিবা এবং সান্ধ্য শাখা মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার পড়ুয়া আছেন।

পড়ুয়াদের একাংশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, তাঁরা যে ছাত্রাবাস বা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন, সেগুলি ছেড়ে দিয়েছেন। তাই পরীক্ষার আগে কিছু দিনের জন্য আর ক্যাম্পাসে আসতে চাইছেন না। মূলত চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়ারাই এ কথা জানিয়েছেন। বয়স্ক এবং অসুস্থ শিক্ষকদের বিষয়টিও ভাবছেন কর্তৃপক্ষ। একটি সূত্রের দাবি, যাদবপুরের মেন হস্টেলে করোনা আক্রান্তদের সেফ হোম করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তা ফেরত পায়নি। সংশ্লিষ্ট পক্ষকে এ বিষয়ে চিঠিও দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে ক্লাস শুরু হবে তা নিয়েই উপাচার্য বৈঠক ডেকেছেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্মসমিতি নেবে। সেই বৈঠকও শীঘ্রই হবে বলে খবর।

মণ্ডপে সিসিটিভির নজরদারি রাখার নির্দেশ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য বড় বড় পুজো মণ্ডপে সিসিটিভির নজরদারির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এই সঙ্গে, পুজোর সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে কড়া নজরদারির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশিকায় স্পর্শকাতর এলাকায় পরিচিত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে আগাম ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী ও ছটপুজোকে ঘিরে করোনা সংক্রমণ যাতে না বাড়ে, সেদিকেও প্রশাসনকে নজর দিতে বলা হয়েছে। কালীপুজোর প্রতিমা বিসর্জন ৫, ৬ ও ৭ নভেম্বরের মধ্যে করে ফেলতে হবে বলে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। শনিবার একই সঙ্গে সরকারি নির্দেশে জানান হয়েছে, জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রতিমা বিসর্জন হবে ১৪ ও ১৫ নভেম্বর।

ধোঁয়াশা কাটাতে সোমবার সকালে কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ধোঁয়াশা কাটাতে সোমবার সকালে কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

রবিবার এ কথা জানিয়ে এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী ১৬ নভেম্বর রাজ্যে সরকারের তরফে পুনরায় কলেজ খোলার নোটিশ বেরোলেও কলেজ খোলা, হোস্টেল খোলা, পরীক্ষা হওয়া, পঠন পাঠন পদ্ধতি সহ অনেক বিষয়ে ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছি এমনকি কর্তৃপক্ষর থেকেও আমরা এই সংক্রান্ত কোনও সঠিক রূপরেখা পাইনি। যেই কারণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীরা। এই সংক্রান্ত তাদের প্রস্তুতি কী এবং তার সাথে সাথে আমাদের আরও কিছু নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে সোমবার, সকাল ১০ টায় আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে এর সদুত্তর চাইতে যাবো।প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া সংগঠনের (পিইউএসইউ) সভাপতি মিমোসা ঘরাই, সহ সভাপতি অঙ্কিতা মুখার্জি, সাধারণ সম্পাদক সৌরেন মল্লিক, সহ সাধারণ সম্পাদক দীপ্রজিৎ দেবনাথ প্রমুখ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ছাত্র সংসদ প্রায় গত এক বছর ধরেই বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতায় রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে ৬১০ দিন পর ক্যাম্পাস খোলার নির্দেশিকা জারি করতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সমস্ত কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল-ভাইস চ্যান্সেলরদের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পাস খোলার নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। আমাদের দাবী, এই নির্দেশিকার পর দ্রুততার সাথে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল দুটি খুলতে হবে, ক্যাম্পাস খোলার প্রস্তুতির অন্যতম ধাপ হিসেবে। এই দাবী জানিয়েই ছাত্র সংসদের তরফে মেইল করা হয়েছে ডিন অফ স্টুডেন্টস কে। ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু করার অন্তত ১০ দিন আগে হোস্টেল দুটি খুলতে হবে এবং, হোস্টেল খোলার অন্তত ১০ দিন আগে হোস্টেল খোলার বিজ্ঞপ্তি এবং হোস্টেলের এডমিশন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।"

কাছাড়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন টেট, পরীক্ষা দিয়েছেন ৩৫৩০০ জন, বহিষ্কার চার

শিলচর (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে ইউপি এবং এলপি টেট পরীক্ষা। আজ রবিবার জেলার ৬০টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসেছেন ৩৫ হাজার ৩০০ প্রার্থী। পরীক্ষার্থী ছিলেন এলপি টেটে ২৩,২৮৩। পরীক্ষায় বসেছেন ২২,০৮১ জন এবং গরহাজির ছিলেন ১,২০১ জন। এছাড়া তিনজনকে আজ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ইউপি টেটে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৪,০২৩ জন, পরীক্ষায় বসেছেন ১৩,২১৯ জন এবং গরহাজির ছিলেন ৮০৪ জন। একজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা হয়ে দুই শিফটে। যাঁরা দুই শিফটে পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব বেশি থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এ জন্য অনেকে দুই শিফটের পরীক্ষায় বসতে পারেননি।

এদিন শহর শিলচরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে গুরুচরণ কলেজ ও কাছাড় কলেজ এলাকায় তীব্র যানজটে নাকাল হন পরীক্ষার্থীরা। শহরের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে যানজট নিরসনে এদিন কাছাড় পুলিশ অতি সক্রিয় ছিল। খোদ পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ময়দানে নেমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। আজ করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলা থেকেও কয়েক হাজার যানবাহন ও মোটর বাইকে চেপে কাছাড়ে আসেন টেট পরীক্ষার্থীরা। উপত্যকার তিন জেলার মধ্যে একমাত্র কাছাড় জেলাতেই ছিল এ বছর টেট পরীক্ষা কেন্দ্র। প্রত্যাশিতভাবেই ভিড় উপচে পড়ে কেন্দ্রগুলোতে। রবিবার ভোর থেকেই যানবাহনের দীর্ঘ লাইন ছিল রাস্তায়। অনেকে গতকালই জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে পৌঁছে যান। বিভিন্ন দল সংগঠন তাঁদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। টেট পরীক্ষার্থীদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছে এ সব দল ও সংগঠন।

এদিন টেট পরীক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশাসনিক আধিকারিক বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কঠোর। পুলিশ ও সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রগুলোতে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে খবর নেই। শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে টেট পরীক্ষা।

তবে এদিন সাতসকালে টেট পরীক্ষার্থীদের নিয়ে আসা একটি অল্টো পাল্টি খেয়ে পড়ে জলাশয়ে। বড়খলার রানিঘাটে ঘটে এই দুর্ঘটনা। তবে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কালীপুজোয় বাজি নিষিদ্ধ করা ধর্মীয় স্বাধীকারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) :কালীপুজোয় বাজি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা। বিরোধিতা করেছে বাজি-বিক্রেতারা। এই বিতর্কের মাঝে ধর্মীয় স্বাধীকারে হস্তক্ষেপের অভিযোগও উঠেছে। প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "কালীপুজোর সঙ্গে পটকা ফাটানো বন্ধ হবে! দোলের সময়ে রং? রাজনৈতিক দলের বিজয় হুল্লোড়ে ছাড়? এই সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন। সংবিধান অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার মৌলিক অধিকার।"

এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে শুভম চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছেন, "পটকা ফাটানোর সঙ্গে কালীপুজোর সম্পর্ক কী অনুগ্রহ ক"রে যদি আলোকপাত করেন। "

জবাবে অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন, "কিছুমাত্র যোগ নেই ভাই। আমার বাবার কপালের আঁচিল ছিল, কোনও দিন কারণ জানার চেষ্টাই করিনি। ভারতের ধর্মাচরণের পিছনের আসল কারণ, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, একে রক্ষার চেষ্টা। তামার কোষা কুষি স্টিলের নয় কেন? এ প্রশ্ন করেন কি? অন্ধকার দূর করতে প্রতীকী উৎসব আলোর। শত্রুর উপর বিজয়োল্লাস পটকা ফাটিয়ে হয়।

পাকিস্তান জিতলে ভারতের নানা প্রান্তে কারা সানন্দে পটকা ফাটিয়েছে? তখন আপনার যুক্তি কোথায় ছিল ভাই?"

আরএসএস-এর প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রমুখ বিনয়ভূষণ দাস লিখেছেন, "দীর্ঘদিন কোন রীতি চালু থাকলে সেটা যে ঐতিহ্যে পরিণত হয় সেটাও জানা নেই!"

সুমন্ত্র মাইতি লিখেছেন, "তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে বাজি পোড়ানোয় দূষণ বাড়ে। ওয়েল তর্কের খাতিরে। তার আগে একটা ছোট্ট ঘটনার অবতারণা করি। পশ্চিমবঙ্গে একজন বিনিয়োগের জন্য এসেছিলেন। তাঁর ব্যবসা ছিল মূলত রাস্তায় পড়ে থাকা টায়ারগুলো সংগ্রহ করে তাকে রিপ্রোসেসিং করা। রাস্তাঘাটে যত্রতত্র দেখবেন টায়ার পড়ে থাকে, বিনিয়োগকারীর উদ্দেশ্য ছিল সেগুলো বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গে একটি কারখানায় রিসাইক্লিং করা। কিন্তু বাদ সাধল সিন্ডিকেট। ইয়ে, রাস্তাঘাটে পড়ে থাকুক টায়ারগুলো, কিন্তু সেগুলো তুলে নিতে গেলে তো অবশ্যই নজরানা দিতে হবে। এটাই নিয়ম। ভদ্রলোক অবশ্য দমলেন না (ব্যবসা বলে কথা)। ফেলে দেওয়া টায়ার ইম্পোর্ট করতে শুরু করলেন চিন থেকে, ব্যবসা চলল রমরমিয়ে। তাহলে কি দাঁড়াল? আমাদের দেশের বর্জ্য পদার্থ এদেশেই পড়ে থাকল, আর বিদেশ থেকে বর্জ্য আমদানি করে রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট চালাচ্ছি আমরা। রোশনী আলিদের মত অর্ধশিক্ষিতদের অবশ্য এসব জানার কথা নয়। কয়েকদিন আগেই এক পরিবেশবিদের সাথে কথা হচ্ছিল। সেখানে জানতে পারলাম যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পরিবেশ সচেতনতার অঙ্গ হিসেবে একটি হিউজ ফান্ড এসেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে। কতটুকু তার ইউটিলাইজেশন হচ্ছে? আচ্ছা সচেতনতা বাদ দিন, কতগুলো পৌরসভা এখনও পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে সলিড ওয়েস্ট আর লিকুইড ওয়েস্ট আলাদা করে রাখার জন্য আলাদা বালতি দিয়েছে? সবই তো একসাথে ঢুকে যাচ্ছে পৌরসভার অন্তর্গত কম্প্যাকটর মেশিনে (মেশিনগুলোও চিন থেকে আমদানি করা সম্ভবত)। সেই বিষাক্ত মন্ড জমা হচ্ছে ধাপার মাঠে, সেই মন্ডকে পোড়ানো হচ্ছে, আর তার থেকে নির্গত ধিকি ধিকি আগুনের ধোঁয়া অবশ্য বায়ু দূষণ করে না। অর্ধশিক্ষত রোশনী আলিদের শুধু দিওয়ালীর দিন বাজি পোড়ানো বন্ধ করার গ্যালারি শোতেই গতিবিধি। এইসব নিয়ে আওয়াজ তুললে যদি রোকড়া বন্ধ হয়ে যায়?"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘরে অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জণীয়

করোনাভাইরাস মহামারীতে ঢাকার মগবাজারে একটি দোকান থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি

করোনাভাইরাস মহামারীতে ঢাকার মগবাজারে একটি দোকান থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি

করোনাভাইরাস মহামারী আবারও মারাত্মক আকার ধারণ করার পর প্রতিদিন হাজারও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে হাসপাতালের শয্যা সঙ্কট তৈরি হলে। সে কারণে বাড়িতেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করছেন অনেকে।

কোভিড-১৯ আক্রান্তদের অনেকেরে ফুসফুস সংক্রমণের কারণে স্বাভাবিকভাবে বাতাস থেকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন নিতে পারে না। তাদের কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে হয়।

তবে শুধু অক্সিজেনের সিলিন্ডার আনলেই তো হবে না, তা ব্যবহার করাও জানতে হবে। আর সেখানেও প্রয়োজন আছে অনেক সতর্কতার।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে।

অক্সিজেন কখন ব্যবহার করতে হবে

রক্তে অক্সিজেন বা 'এসপিওটু'য়ের মাত্রা ৯৩ শতাংশের নিচে নেমে গেলেই কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। রক্তে অক্সিজেনের আদর্শ মাত্রা ৯৪ থেকে ৯৯ শতাংশ।

যদিও কোনো অক্সিজেন থেরাপি তাৎক্ষণিক রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে বা স্বাভাবিক করতে পারে না। তবে কোভিড-১৯ রোগীদের ক্ষেত্রে ৮৮ থেকে ৯২ শতাংশ 'স্যাচুরেশন' পাওয়াই হবে অত্যন্ত উপকারী।

১০০ শতাংশ 'স্যাচুরেশন'য়ে কখনই পৌঁছানো উচিত নয়। সুস্থ কিংবা অসুস্থ, শতভাগ 'স্যাচুরেশন' হবে অক্সিজেনের অপচয়।

একদিকে কারও জন্য অক্সিজেন দুষ্প্রাপ্য, অপরদিকে কিছু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুদ করে রাখছেন। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের নিবেদন, প্রয়োজন অনুযায়ী নেওয়া।

একজনে অতিরিক্ত মজুদ হবে অন্যের দুষ্প্রাপ্যতার কারণ।

'স্যাচুরেশন'য়ের লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু হওয়া উচিত

ভারতের 'এআইআইএমএস নিউ দিল্লি'ল প্রধান ডা. রানদিপ গুলেরিয়া বলছেন, ''যাদের অক্সিজেন 'স্যাচুরেইশন'য়ের মাত্রা ৯২ থেকে ৯৪ শতাংশ, তাদের অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এটা আপনাকে কোনো উপকার দেবে না। আর এর বেশি হলে তো কথাই নেই।'' যাদের ৯৪ শতাংশের কম তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। তারও যদি অবস্থা স্থিতিশীল থাকে তবে অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যারা শ্বাসতন্ত্রের দূরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন 'স্যাচুরেইশন' বেশি রাখতে হয়। তাই বলে ৯৭ শতাংশতে রাখাও অপচয়। এছাড়াও একজন রোগীর প্রতি মিনিটে কত লিটার অক্সিজেন প্রয়োজন সেই সিদ্ধান্ত একমাত্র একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকই নিতে পারেন। সেই হিসেবের ওপর নির্ভর করবে একটি সিলিন্ডার কতক্ষণ চলবে আর কখন তাতে নতুন অক্সিজেন দিতে হবে। অক্সিজেন দেওয়া মানেই সমস্যার সমাধান নয়

কৃত্রিম অক্সিজেন সরবরাহ করার পর রোগী ঝুঁকিমুক্ত হয় না। তাই তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ও নাড়ির স্পন্দনের গতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এথেকেই বোঝা যাবে শরীর রোগের সঙ্গে কতটুকু লড়তে পারছে, কৃত্রিম অক্সিজেন তার কোনো উপকারে আসছে কি না। অক্সিজেনের মাত্রায় ওঠানামা চোখে পড়লে প্রতি দুই ঘণ্টায় পরিমাপ নিতে হবে এবং দেখতে হবে কৃত্রিম অক্সিজেন দেওয়ায় অবস্থা উন্নতি হচ্ছে কি না। যদি উন্নতি না হয় তবে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার

অনভিজ্ঞ হাতে অক্সিজেন মাস্ক বা 'নেসাল ক্যানুলা' বেশ ঝামেলার বিষয় হতে পারে।

ভাইরাস থেকে বাঁচতে মুখে মাস্ক পরার মতো অক্সিজেন মাস্কটিই রোগীর মুখে বায়ুরোধকভাবেই বসাতে হবে। রোগীর মুখের আকৃতি হিসেবে করে মাস্ক বেছে নেওয়াটা এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি। এই মাস্কেও থাকে 'নোজ ক্লিপ' কিংবা পেছনের ফিতা, যার সাহায্যে মুখের ওপর আঁটসাঁট করে অক্সিজেন মাস্কটি বসানো যায়। সঠিক মাস্ক বেছে নেওয়া এবং তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ তা বহুবার এবং লম্বাসময় ব্যবহার করতে হবে।

অনেক সময় একাধিক রোগী একই সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে সরঞ্জামগুলো সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা জানতে হবে এবং সর্বোচগুরুত্ব সহকারে তা করতে হবে।

শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানোর ঘরোয়া উপায় কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো কিছু ব্যায়াম বা পদ্ধতি সবার জানা উচিত।

ঢেকে রাখা চুলের যত্ন

যারা হিজাব ব্যবহার করেন তাদের মাথা ঘেমে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এজন্য নিয়মিত শ্যাম্পু করার পাশাপাশি চাই বাড়তি যত্ন। বাইরে যাওয়ার সময় হিজাব বা কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে বের হলে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়লেও চুলের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি হিজাব শক্ত করে পরলে সমস্যা আরও বাড়ে। কারণ এতে চুল পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। যা থেকে চুল রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। সমস্যা আরও বাড়ে যদি হিজাব পরার আগে 'ব্লো ড্রায়ার' বা ভুল প্রসাধনী ব্যবহার করা হয়। আবার মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিকভাবে কিছু তেল নিঃসৃত হয়। ঘাম আর তেল মিলেমিশে একাকার হয়ে মাথার ত্বককে চটচটে করে তোলে। এতে চুলকানি, র‍্যাশ, খুশকি ইত্যাদির মতো হাজারও সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্য হিজাবি নারীদের চুলের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

যে কারণে এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত যা পুষ্টি যোগানোর পাশাপাশি ঝরঝরে রাখবে চুল। এজন্য চুল নিয়মিত শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। কারণ হিজাব পরলে ঘাম আর তেলের জন্য মাথার ত্বকে খুশকি হয়ে থাকে। তাই সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ভালো মানের শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। বাজারে এখন হিজাবিদের জন্য রয়েছে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর'। এই শ্যাম্পু মাথার ত্বকের সব তেল-চিটচিটে ময়লা পরিষ্কার করে দীর্ঘস্থায়ী সজীবতা ও সুরক্ষা দেয়। রয়েছে টি ট্রি অয়েল, যা একটি প্রদাহ, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস থেকে রক্ষা করে।

পাশাপাশি মাথার ত্বকের অতিরিক্ত শুষ্কতা দূর করে চুলের স্বাভাবিক আর্দতা বজার রাখতে সাহায্য করে।

'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু ব্যবহারের নিয়ম

- শ্যাম্পু করার আগে চুল ভালোভাবে ভেজানো না হলে, শ্যাম্পু তার কাজও ভালোভাবে করতে পারে না। ফলে চুল রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যায়। তাই চুলে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু দেওয়ার আগে দুতিন মিনিট পর্যন্ত চুল ভিজিয়ে নেওয়া উচিৎ।

- চুলের গোড়ায় শ্যাম্পু পৌঁছানো বেশি জরুরি। মনে রাখতে হবে শ্যাম্পু বেশি দরকার হয় চুলের গোড়ায়। আর কন্ডিশনার কাজ করবে চুলের আগার দিকে। পাশাপাশি প্রতিবার শ্যাম্পু করার সময় মাথার একই জায়গায় শ্যাম্পু ঢালা হলে সেখানের ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

- ব্যবহারের পর দ্রুত ধুয়ে ফেললে শ্যাম্পু ঠিক মতো কাজ করার সুয়োগ পায় না। চুল মালিশ করে কয়েক মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেলুন। আর গরম পানি দিয়ে চুল ধোয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুলে চুলের গোড়া বন্ধ হয়। ফলে কেশ হয় ঝলমলে ও নরম। পাশাপাশি চুল পড়াও কমে।

অন্যান্য যত্ন

বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড়ের হিজাব ব্যবহার করতে হবে। সেটা হতে পারে সুতি, সিল্ক, সাটিন বা সিল্ক। আসলে কোন ধরনের কাপড় নিজের চুলের জন্য ভালো হবে তা নিজেকেই পরখ করে বুঝে নিতে হবে।

ভেজা চুলে হিজাব ব্যবহার না করা: হিজাব পরার আগে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চুল ভেজা না থাকে। কারণ ভেজা চুলে স্কার্ফ বা হিজাব পরলে অবশ্যই মাথায় দুর্গন্ধ হবে। তাই ভেজা থাকলে অবশ্যই চুল ভালো মতো চুল শুকিয়ে নিন। বেশি তাড়া থাকলে 'ব্লো ড্রায়ার' ব্যবহার করুন। তবে তার আগে চুলের ক্ষতি এড়াতে 'লিভ অন হেয়ার অয়েল' ব্যবহার করতে ভোলা যাবে না।

চুল বাঁধা: হিজাব পরার আগে চুল খুব হালকা করে বেঁধে নেওয়া উচিত। বেশি শক্ত করে বাঁধলে চুলের গোড়া নরম হয়ে যায়। ফলে চুল পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। লম্বা বেণি, পনিটেইল বা হালকা খোঁপা করলেই চলবে।

স্পর্ক যখন মানসিক চাপের কারণ

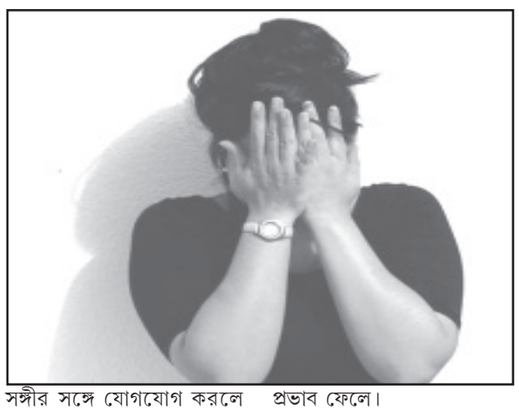

সঙ্গীর সঙ্গে যোগযোগ করলে ভালোলাগার পরিবর্তে উল্টো দুঃশ্চিন্তার স্রোত বয়ে যায়।

মনমেজাজের বারোটা বাজে, সম্পর্ক ভাঙার ভয় জাগে। আর এসব বিষয় মনের ওপর আরও চাপ তৈরি করতে থাকে।

বিরক্তি, অকারণ ভয় ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝতে হবে উদ্বেগের সমস্যায় ভুগছেন। এটা মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর বাজে প্রভাব ফেলে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে এরকম মানসিক উদ্বেগ চিহ্নিত করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া: অনেকেই নিজের উদ্বেগ বা মানসিক চাপ সম্পর্কে আবগত থাকেন না। যদি ছোট খাট কোনো বিষয় আপনার আবেগকে আক্রান্ত করে তাহলে বুঝতে হবে এটা উদ্বেগের একটা লক্ষণ। উদ্বেগের কারণে যে কোনো ছোটখাট বিষয় আপনার কাছে অনেক বড় হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ছোট খাট কথা কাটাকাটি বা রাগারাগির কারণে আপনার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ বা কান্না পাওয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এর মানে হল, সম্পর্কে কোনো বিষয় হয়ত আপনাকে বিব্রত করছে বা কোনো বিষয় নিয়ে আপনি বেশ আশঙ্কায় ভুগছেন।

মত প্রকাশ নিয়ে ভীতি: উদ্বেগের কারণে দ্বিধার সৃষ্টি হয় এবং নিজের কোনো মতামত বা সঙ্কটের কথা সঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে বলার ক্ষেত্রেও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে। এত কিছু চিন্তা না করে নিজের মনের কথা খুলে বলুন যা হওয়ার হোক, এতে দুজনের মাঝে বোঝাপড়া ভালো হবে। একে অপরের অনুভূতি বুঝতে পারবে। নিজের মতামত ও অনুভূতি শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করুন।

আবেগ চেপে রেখে কখনও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে দেওয়া ঠিক নয়। এটা নানান শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সবসময় সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা: যে কোনো কিছুই বাড়াবাড়ি ক্ষতিকর। অতিরিক্ত চিন্তা করাও এর ব্যতিক্রম নয়। সঙ্গী ও সম্পর্কে নিয়ে চিন্তা করা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু এর মাত্রাতিরিক্ততা ক্ষতিকারক। যদি নিজেও বুঝতে পারেন যে, খুব বেশি চিন্তা করছেন তাহলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধ্যান বা শ্বাসের ব্যায়াম করুন। এটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, দুশ্চিন্তা, অতিচিন্তা এবং উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করবে।

প্রতিদিনের খাবার থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পন্থা

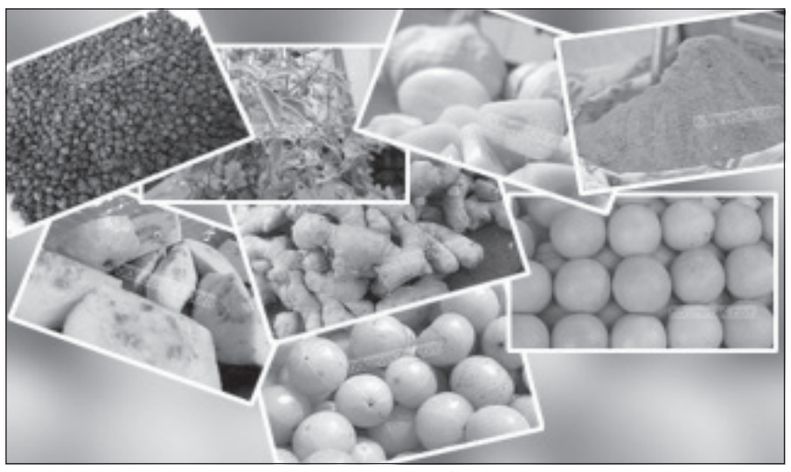

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করাও দরকার। ভারতের কিউইউএ নিউট্রিশন'য়ের প্রতিষ্ঠাতা রায়ান ফার্নান্দো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা এবং সুস্বাস্থ্য অর্জনের চাবিকাঠি হল শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টিহীনতা।''

তাই প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়ক কিছু খাবারের নাম এখানে দেওয়া হল।

আমলকী: কয়েক শতাব্দী জুড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর একটি কার্যকর উপাদান হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে আছে আমলকী। এতে আছে ভিটামিন সি'য়ের প্রাচুর্য, যা শরীরে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। এই শ্বেত রক্তকণিকা অসংখ্য জীবাণুর সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। পাশাপাশি আমলকী যোগায় শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

কমলা: এতেও আছে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জোর বাড়ায়। কোষকে সংক্রামক ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি 'ইমিউন সেল' তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে ভিটামিন সি।

পেয়ারা: ভিটামিন সি তো আছেই, পাশাপাশি সর্বচ্চে পুষ্টিকর ফলের তালিকায় প্রথমসারির সদস্য পেয়ারা। কমলাতে যে পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে তার থেকে চার গুন বেশি থাকে পেয়ারায়।

শরীরে যে মুক্ত মৌল বা 'ফ্রি র‍্যাডিকাল' তৈরি হয় তাকে নিষ্ক্রিয় করতে কার্যকর কয়েকটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হল 'কুয়েরসেটিন', 'লাইকোপেন', ভিটামিন সি এবং অন্যান্য 'পলিফেন্স'। এদের মধ্যে কয়েকটি উপাদান মেলে পেয়ারাতে। আদা: এতে থাকে 'জিনজেরল' নামক উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তি যোগায়। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই উপাদান।

রসুন: ভাইরাস, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণ থাকে রসুনে। আর এর সব কৃতিত্বের মূলে আছে 'অ্যালিসিন' নামক উপাদান। এটাও রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা বাড়ানোর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

হলুদ: 'কারকিউমিন' হল হলুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর অস্ত্র। 'কারকিউমিন' প্রদাহনাশক গুণসম্পন্ন। ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে যে ক্ষতি হয় তা আসলে বিভিন্ন প্রদাহ সৃষ্টিকারী 'মলিকিউল'য়ের কারণে হয়। আর সেই 'মলিকিউল' ধ্বংস করাই হলো 'কারকিউমিন'য়ের কাজ। এছাড়াও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির গতিও কমায় এই উপাদান।

তুলসি: ঔষধি গাছ হিসেবে তুলসি বেশ সুপরিচিত। ভিটামিন সি ও দস্তা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ধ্বংস করতে তুলসি একটি শক্তিশালী অনুসঙ্গ। খালি পেটে দুই থেকে তিনটি সতেজ তুলসি পাতা খেতে পারলে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ: ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করা এবং 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' উপাদান সমৃদ্ধ এই গোলমরিচ। আরও রয়েছে ভিটামিন সি। ফলে প্রাকৃতিকভাবে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

শিশুর ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলার উপায়

শিশুরা ঘুমাতে চায় না সহজে। ফলে তাদের ঘুমের নির্দিষ্ট অভ্যাস গড়ে তোলা সহজ নয়। নবজাতক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার জন্যই রাতে নির্ভেজাল ঘুম অত্যন্ত জরুরি। সন্তানের ঘুমের ঘাটতি মেটাতে তাই যখনই সে ক্লান্ত হয় তখনই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর অসময়ে ঘুমানোর কারণে যখন সবার ঘুমানোর সময় তখন সে আর ঘুমাতে চায় না।

অপরদিকে সন্তানের ঘুম পর্যাপ্ত না হলে তার উৎফুল্লতা কমে, বিরক্তি বাড়ে, কান্না লেগেই থাকে। ঘুমের অভাবে মস্তিষ্ক ক্লান্ত থাকার কারণে শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর এবং পরিবারের অন্যদের পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হলে তার ঘুমকে নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে নিতে হবে, সেটাকে শিশুর অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

মা ও শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো সেই কাজে সফল হওয়া উপায়।

ঘুমানোর আগের রুটিন: গোসল, কাপড় বদলানো আর দাঁত মাজা ঘুমের জন্য প্রস্তুতি ইঙ্গিত করে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একই সময়ে শিশুকে গোসল না করালেও অন্তত দাঁত ব্রাশ করিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেলে ক্রমেই সেটা শিশুর অভ্যাসের অংশ হয়ে আসবে। ফলে ঘুম আসবে সহজেই।

রাতের খাবার: শিশুর রাতের খাবারটা ঘুমানো দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে হতে হবে। এর আগে খেলে শিশুর আবার ক্ষুধা লেগে যেতে পারে কিংবা ক্ষুধার কারণে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আবার ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবার খেয়ে শিশু খেলতে আগ্রহী হয় বেশি, ঘুমাতে চায় না।

শোবার ঘরের পরিবেশ: শিশুদের ঘুম পাতলা হয়, সামান্য শব্দেই তার ঘুম ভেঙে যাওয়া সম্ভব। আবার ঘরে আলো থাকলে সেটাও তার ঘুমের সমস্যা তৈরি করবে। তাই শিশুর শোবার ঘরটায় যাতে ঘুমানোর জন্য আরামদায়ক একটা পরিবেশ থাকে সেদিয়ে খেয়াল রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ব্যবহার: রাতে ঘুমানোর আগে শিশুদের টিভি কিংবা মোবাইল দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে। এসব যন্ত্রের বৈদ্যুতিক পর্দা থেকে নিঃসৃত নীল আলো ঘুমকে দূরে রাখে। আর কার্টুন দেখা বা গেইম খেলার সুযোগ থাকতে ঘুমাতে যাওয়া শিশুকে খুঁজে পাওয়া হয়ত অসম্ভব। ক্যাফেইন গ্রহন না করা: প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ঘুম তাড়ানো জন্য যে 'ক্যাফেইন' গ্রহণ করে তা যদি শিশু ঘুমানোর আগে গ্রহণ করে তবে তার ঘুম আসবে না এটাই স্বাভাবিক। চা-কফি ছাড়াও ক্যাফেইন'য়ের আরও উৎস আছে। যেমন- চকলেট ও কোমল পানীয়। আর দুটোই ঘুমানোর আগে খাওয়া শিশুর জন্য অসম্ভব নয়।

ঘুমের নির্দিষ্ট সময় ধরে রাখা: গতরাতে অনেক যন্ত্রনা করেছে, ঘুমায়নি বলে আজকে দুপুরে তাকে ঘুম পাড়ানো প্রবল চেষ্টা দেখা যায় অনেকের মাঝে। হয়ত ভাবছেন রাতের ঘুমের ঘাটতিটা কমে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো বিকেল কিংবা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমানোর পর শিশুর সকল ক্লান্তি হারিয়ে গেছে। ফলে রাতে ঘুমানোর স্বাভাবিক সময়ে তার কোনো ক্লান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই।

আট বছরের শিশুর মৃত্যু ডেঙ্গুতে পুরসভাকে রাস্তায় নামার নির্দেশ মন্ত্রীর

হাওড়া, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হল রিয়া চ্যাটার্জী নামে এক বালিকার। হাওড়া পুরসভার ২৪ নাম্বার ওয়ার্ডের যোগেন মুখার্জী লেনের ঘটনা এটি। এলাকায় আক্রান্ত ২৫ জন। সকলেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। এই অবস্থায় পুরসভাকে রাস্তায় নামার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ রায়। রাজ্যে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আতঙ্ক। গত ২১ অক্টোবর থেকে জ্বরে ভুগছিল ওই শিশুকন্যা।

মৃতের পরিবার জানিয়েছে, জ্বর না কমায় তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ওই বালিকার ডেঙ্গু পরীক্ষার পর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তড়িঘড়ি তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই রবিবার সকালে ওই শিশুকন্যার মৃত্যু ঘটে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্বাচনী আবহে পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই কাজে ঢিলেমি দেখা গিয়েছে পুরসভার। মাসে একবার করে পরিষ্কার করা হয় গোটা এলাকা। কোনওরকমে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করেন সাফাই কর্মীরা। তাও যেন খানিক দায়সারা ভাবে। ফলে, প্রায়ই ময়লা হয়ে থাকে এলাকা। যত্রতত্র জমে জলও।

যদিও হাওড়া পুরসভার তরফে জানা গিয়েছে, এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দ্রুত ওই ওয়ার্ডে পৌঁছে গিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি কোথাও জমা জল রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকাজুড়ে মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়েছে।

হাওড়া পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী মৃত শিশুকন্যার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি দাবি করেন এবছর ডেঙ্গুর প্রকোপ কম। গত তিন মাসে ৭০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এই প্রথম ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু হল বলেই দাবি করেছেন তিনি।

আগরতলা পুর নিগমে নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লকে প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি প্রচার। ছবি ঃ নিজস্ব।

মুল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ল আত্মনির্ভরতার স্বপ্নে সরেষের তেলের আকাশছোঁয়া দামে প্রদীপ বিক্রিতে সঙ্কট

দুর্গাপুর, ৩১অক্টোবর (হি. স.) : দফায় দফায় নিম্নচাপ। তার ওপর সরেষের তেল ও জ্বালানীর অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি। চায়না আলো ঠেকাতে রাস্তায় নেমেছে দেশের তথাকথিত স্বদেশপ্রেমীরা। দেশজুড়ে দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ করতে জোর তৎপরতা। তার ওপর করোনা আবহের লকডাউনে আত্মনির্ভরতার স্বপ্নে যখন বিভোর। তখন সরেষের তেলের ঝাঁজে প্রদীপ জ্বালাতে কপালে ভাঁজ পড়েছে আমজনতার। আর তাতেই ভাটা পড়েছে প্রদীপ বিক্রিতে। নিম্নচাপ কাটিয়ে রোদ উঠলেও, আশার আলো দেখছেন না শিল্পাঞ্চলের কুমোরপাড়ার মৃতশিল্পীরা।

ত একদশক দীপাবলিতে চিন আলোয় গ্রাস করেছিল এদেশের সমস্ত বাজার। নিত্য নতুন নানান ডিজাইনের সস্তার রঙিন আলোর অস্বাভাবিক বাজার তৈরী হয়েছিল। তার ফলে স্বদেশের মাটির তৈরী প্রদীপ বাজারে কদর কমেছিল। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল কুমোর পাড়ার কারিগরদের। সম্প্রতি চি না আলোর ব্যাবহার বন্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় নতুন করে মাটির প্রদীপ তৈরীর বরাত পাচ্ছে দুর্গাপুর, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর, বুদবুদ ও পানাগড়ের কিমোরপাড়ার মৃতশিল্পীরা। বরাত পেলেও দফায় দফায় নিম্নচাপে প্রদীপ সহ দীপাবলির অন্যান্য মাটির অন্যানয উপকরন তৈরীতে বাধার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর গত দেড় বছর ধরে করোনাআবহের লকডাউন। একপ্রকার রুজি হারিয়ে ছিল কুমোরপাড়ার কারিগররা। লকডাউনে কেন্দ্র সরকারের আত্মনির্ভরতার স্বপ্নে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা।

তবে সেই স্বপ্নেও অন্ধকার নেমে আসছে কুমোরপাড়ায়। অন্ধকারটা কি? লকডাউনের রেশ কাটার আগেই লাগামছাড়া মুল্যবৃদ্ধি। চাল, ডাল থেকে সরেষের তেল এমনকি জ্বালানী কয়লা, গ্যাসেরও। ফলে নাভিশ্বাস দশা সাধারন মানুষের। সব থেকে বেশী সঙ্কটে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এবার মুল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ল আত্মনির্ভরতার স্বপ্নে। বুদবুদ, পানাগড় বাজারে ১৫টির মতো কুমোর পরিবার রয়েছে। তাদের একমাত্র জিবিকা মাটির জিনিস তৈরী। একসময় মাটির তৈরী চায়ের ভাড়, প্রদীপের কদর কমে যাওয়া বিকল্প কাজে ঝোঁক পড়েছিল। কেন্দ্রের আত্মনির্ভরতার স্বপ্নে তারও স্বপ্ন দেখেছিল। বুদবুদের মৃতশিল্পী প্রদীপ পন্ডিত। তিনি বলেন,' নিম্নচাপের দরুন প্রদীপ তৈরীতে বাধা হয়েছিল। তারপর রোদ উঠলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। প্রদীপ জ্বালতে সরেষের তেলের প্রয়োজন। গত বছর এরকম সময় সরেষের তেল ১০০ টাকা কেজি ছিল। একবছরে দ্বীগুনেরও বেশী দাম হয়েছে। লকডাউনের পর সঙ্কটময় পরিস্থিতি। কোথাও যেন তার প্রভাব পড়ছে।'

তিনি বলেন,' অন্যান্য বছর ৫৫ থেকে ৬০ হাজার প্রদীপ বিক্রি করেছি। এবছর ২৫ হাজার বরাত পেয়েছি। পাইকারি দোকানে অন্যান্য বছরের তুলানায় আর্ধেকেরও কম প্রদীপ নিচ্ছে। জ্বালানি কয়লা ও গ্যাসের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি। খরচ বেড়েছে। তবুও দাম বাজার ধরে রাখতে দাম বাড়াতে ভয় হচ্ছে। সরকারি শিল্পি সম্মান কার্ডও জোটেনি। তেমন সরকারি তেমন কোন সহায়তাও জোটেনি। সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাই আমারা আজ গভীর সঙ্কটে পড়েছি।'সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন,' মাটির প্রদীপ কিনলেও সাধারন বহু মানুষের সরেষের তেল কেনার সামর্থ নেই। লাগামছাড়া মুল্যবৃদ্ধির দরুন কার্যত প্রদীপের নীচে অন্ধকার।'প্রদেশের কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন,' মুল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে ব্যার্থ কেন্দ্রে সরকার। আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে কেন্দ্র সরকার। সরেষের তেলের অস্বাভাবিক দামের জন্য মানুষ প্রদীপ কিনতে ভয় পাচ্ছে। কার্যত আত্মনির্ভরতার সেই স্বপ্ন মাটির প্রদীপের তলায় থেকে গেছে। কুমোরপাড়ায় আশার আলো দেখাচ্ছে না।'

দুর্গাপুরের পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই অবশ্য মুল্যবৃদ্ধি স্বীকার করে জানান,' জ্বালানি তেলের মুল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে।দ্রব্যমুল্যবৃদ্ধিতে গরিবমানুষের কষ্ট হচ্ছে।জ্বালানি তেলে জিএসটি লাগু হলে দাম অনেকটাই কমবে। তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও কমতে শুরু করবে। রাজ্য সরকারের উচিত জ্বালানিতেলে জিএসটি লাগু করতে সহযোগিতা করা।'

রাতারাতি কোটিপতি হয়ে রাজমিস্ত্রী নিরাপত্তার পেতে ছুটলেন পুলিশের কাছে

বালুরঘাট, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : রাতারাতি কোটিপতি হয়ে রবিবার গোটা এলাকায় খবর হয়ে উঠেছেন বছর বাইশের সুজয় পাহান। পেশায় রাজমিস্ত্রী। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় তিনি ছুটেছেন পুলিশের কাছে।

কলেজের পড়ুয়া তিনি। কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি হাল ধরতে হয়েছিল সংসারের। কাজ নিয়েছিলেন রাজমিস্ত্রীর। করোনা পরিস্থিতিতে সেই কাজও নিয়মিত জুটছিল না। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন বছর বাইশের সুজয়। একটা ৩০ টাকাই বদলে দিল তাঁর ভাগ্য। রাতারাতি কোটিপতি বনে গেলেন পতিরাম কলেজের তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্র। সুজয়ের বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলঘড়িয়া এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যায় ৩০ টাকা দিয়ে একটা লটারি কিনেছিলেন তিনি। রাত কাটতেই বদলে গেল ভাগ্য। সকালে উঠে যুবক দেখলেন তিনি কোটিপতি! জানতে পারেন তাঁর লটারিতেই মিলে গিয়েছে এক কোটি টাকা। এই পাওয়ার পরই নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে রবিবার সাতসকালে বালুরঘাট থানায় পরিবার নিয়ে হাজির হয় ওই যুবক।

জানা গিয়েছে, সুজয়ের বাবা ইমলা পাহান অসুস্থ। যার ফলে সংসারের হাল ধরতে হয় সুজয়কেই। পরিবারের একমাত্র আয়ের ভরসা ওই যুবক। সুজয় কাজ থেকে ফেরার পথে মাঝে মধ্যেই নাকি ১০, ২০ ও ৩০ টাকার লটারি কাটতেন। স্বপ্ন দেখতেন হাল ফিরবে সংসারের। তবে সেভাবে কোনও বড় অঙ্কের পুরস্কার পাননি কখনও। তবু লটারির টিকিট কিনতেন। গতকালও কাজ করে বাড়ি ফেরার আগে বাড়ি সংলগ্ন একটি দোকান থেকে ৩০ টাকার লটারি কাটেন তিনি। আর সেই লটারির টিকিটেই মিলে যায় ১ কোটি টাকার পুরস্কার।

বিষয়টি জানতে পেরে পাড়াপ্রতিবেশীরা কালী পুজোর আগেই পটকা ফাটিয়ে উচ্ছ্বাস করে। সকালে সপরিবারে থানায় হাজির হন সুজয়। পুরো ঘটনা পুলিশকে জানান। এই লটারির টাকা পেয়ে সংসারের হাল ফেরাতে চাইছেন ওই যুবক। বালুরঘাট থানার পক্ষ থেকে ওই যুবক এবং তাঁর পরিবারকে সবরকম ভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।যুবক জানাচ্ছেন, লটারির পাওয়া টাকায় নতুন করে কিছু শুরু করবেন। ব্যবসা করবেন, বাড়িও করতে হবে। এই জ্যাকপট জয়ে স্বভাবতই খুশি তার পরিবার।

পুজোর পরতে পরতে জড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

ইংরেজবাজার, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : মালদার ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির মহাকালী পুজো। দেবী এখানে দশভূজা। প্রাচীন রীতি মেনে আজও হয়ে আসছে বিপ্লবীদের হাতে চালু হওয়া এই পুজো।পুজোর পরতে পরতে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস।

১৯৩০ সাল, দেশজুড়ে তখন ব্রিটিশদের রাজত্ব। পরাধীনতার সেই শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিদিন লড়াই করছেন বিপ্লবীরা। মালদার বাতাসেও তখন বিপ্লবের গন্ধ। কথিত আছে, ইংরেজদের সঙ্গে লড়ার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করতেই শুরু হয় শক্তির আরাধনা। মালদার পুড়াটুলিতে দশ মাথা মহাকালীর আরাধনা শুরু করেন কয়েকজন বিপ্লবী। পরবর্তীতে, ১৯৮৫ সালে ইংরেজবাজারে গঙ্গাবাগে মন্দির তৈরি করে পাকাপাকিভাবে শুরু হয় মাতৃ আরাধনা।

ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির সম্পাদক পাপান চৌধুরী বলেন, প্রথম থেকেই এই পুজো প্রথমে অমাবস্যার পরিবর্তে চতুর্দশী তিথিতে অনুষ্ঠান ও পুজো হয়ে আসছে। পাঠা বলি দিয়ে রক্ত উৎসর্গের মাধ্যমে পুজো শুরু হয়। বলির শেষে শোল মাছের টক রান্না করে দেওয়া হয় মাকে। চতুর্দশীর সকালে মৃৎশিল্পীর ঘর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির পর্যন্ত মাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে শুরু হওয়া সেই পুজো এখন পরিচিত ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির মহাকালীর পুজো হিসাবে। একমাথা নন, দেবী এখানে পূজিতা হন দশমাথা মহাকালী রূপে। প্রতিমাশিল্পী অষ্টম পাল বলেন, শুধু ১০ মাথাই নয়, দেবীর ১০ হাত ও ১০ পা আছে।

পাশাপাশি ঠাকুরের পায়ের নীচে শিব থাকেন না। পায়ের তলায় থাকে অসুরের কাটা মুন্ডু। প্রতি হাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এখানে অমাবস্যার পরিবর্তে তান্ত্রিক মতে মায়ের পুজো হয় কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। এখনও চালু রয়েছে বলিপ্রথা। পুজোয় ৫ দিন ধরে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষের দিন হয় নরনারায়ণ সেবা।

কালীকে স্ত্রী রূপে পেতে সাধনা করেন ভট্টাচার্য্য বাড়ির পূর্বপুরুষ

নদিয়া,৩১ অক্টোবর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে নদিয়ার কালীগঞ্জের হরিনাথপুরের ভট্টাচার্যের বাড়ির পুজো এবার ঘটে পটে হচ্ছে। জেলার প্রাচীন পুজোগুলির অন্যতম এই দেবী এখানে ''বুড়ো মা'' নামে পরিচিত।নদিয়া ও অন্য জেলা থেকে হাজার খানেক ভক্ত লাইনে দাঁড়িয়ে এখানে পুজো দেন। মুর্শিদাবাদ জেলা লাগোয়া নদিয়ার হরিনাথপুরে এই দক্ষিণকালীর পুজো হয়।নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে এই পুজোর সূচনা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে পুজোর সূচনা হয়।এই পুজো নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে একাধিক গল্প প্রচলিত। বুড়ো মা নামে পরিচিত দেবী এখানে মিথ। এখানে মানত করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের রাজশাহীর নাটোর থেকে বেণীদাস ভট্টাচার্য হরিনাথপুরে আসেন। সঙ্গে আসেন তাঁর দুই ছেলে নৃসিংহ তর্কবাগীশ ও রাজারাম সিদ্ধান্ত। রাজারাম কালীগঞ্জের জুরানপুরের বটগাছের নীচে কালীকে স্ত্রীরূপে পেতে সাধনায় মগ্ন হন। দাদা নৃসিংহ তর্কবাগীশ ভাইয়ের এ ধরনের আচরণে উদ্বেগে পড়ে যান। তার বিয়ের জন্য তোড়জোড় শুরু করে দেন। রাজারাম একদিন স্বপ্নাদেশ পান মুর্শিদাবাদ জেলার ভাবদা থেকে কিছুটা দূরে মহুলা গ্রামে অভিনন্দন স্বরস্বতীর মেয়ে শচীদেবীকে বিয়ে করলে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে। দেবীর এই স্বপ্ন থেকে আরও জানা যায়, এই অলৌকিক রূপের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হলে সেদিনই তিনি সংসার ত্যাগ করবেন। দেবীর নির্দেশ মত বিয়ে ঠিক হয়। বউভাতের দিন নতুন বউয়ের ভাত দিতে দিতে আচমকা ঘোমটা খুলে যায়। বউয়ের এক হাতে ভাত অন্য হাতে হাতা। এই অবস্থায় নতুন বউয়ের আরও দুটো হাত ঘোমটা টেনে ধরে। বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রিতরা এ দৃশ্য বিস্মিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে নতুন বউও উধাও হয়ে যায়। রাজরাম উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বপ্নাদেশের বিষয়টি জানান। এরপর রাজারামও নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কয়েক বছর পর রাজারামের সম্পর্কিত নাতি দীননাথ তর্কালঙ্কার জুড়ানপুরের ঝোপ- জঙ্গলের মধ্যে একটি নিম গাছের নীচে কালী সাধনায় মগ্ন হন। দেবী স্বপ্নাদেশে জানান, আমাকে দক্ষিণা কালীরূপে পুজো করবি। শুরু হয় ভট্টাচার্য বাড়ির কালীপুজো। সেই থেকে দেবীর মূর্তি গড়ে অমাবস্যায় তান্ত্রিক মতে নদিয়ার নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পদ্ধতিতে পুজো করা হয়। এবছরও আগের মতোই নিয়ম মেনে পুজো হচ্ছে।

ভট্টাচার্য্য বাড়ির মহেশ্বর ভট্টাচার্য বলেন, করোনা বাড়ছে। এই অবস্থায় আমরা ঠিক করেছি বাইরে পুজো নেওয়া হবে না। মূর্তিও হবে না। ঘটে পুজো করা হবে। ভোগ যেরকম ইলিশ সহ বিভিন্ন মাছ, ভাজা পোলাও, তরকারি থাকে সেরকমই থাকবে।

গুয়াহটিতে বমাল গ্রেফতার ড্রাগস কারবারি

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে প্রচুর পরিমাণের নেশাদ্রব্য সহ জনৈক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত মাদক কারবারিকে জনৈক মাহমুদ হক সাহেব বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ রবিবার তেতেলিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার রাতে পশ্চিম গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনস্থ ড্রাগস-বিরোধী স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালিয়েছিল। ওই অভিযানে হোটেল রেডিসন ব্লু সংলগ্ন এক স্থান থেকে মাহমুদ হক সাহেবকে আটক করা হয়। তার হেফাজত থেকে ১২টি কৌটা ভরতি নিষিদ্ধ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের আধিকারিকরা। এছাড়া মাদকদ্রব্য পাচারে ব্যবহৃত এএস ০১ এএন ৯২৪৬ নম্বরের একটি স্কুটিও বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারী পুলিশ অফিসাররা।থানা কর্তৃপক্ষ জানান, ধৃত মাহমুদ হক সাহেবের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রাইমারিতে পড়া বাচ্চা!'' দিলীপের নিশানায় রাজীব

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার ত্রিপুরায় তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করেছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুল বদল করেই তিনি দাবি করেছেন, ''আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। বিজেপি বুঝিয়েছিল, যদি বাংলার উন্নয়ন কেউ করতে পারে তাহলে তারাই পারবে। কিন্তু, সেই যাবতীয় প্রতিশ্রুতি আসলে মিথ্যা।'' এবার রাজীবের এই মন্তব্যের পালটা আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, ''তিনি কি বাচ্চা ছেলে, প্রাইমারিতে পড়েন?

হরেক ভাষায় নেটিজেনদের তোপ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ''অভিষেক আমাকে আধঘণ্টা ধরে বুঝিয়েছিলেন। আমি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত।'' এই মন্তব্য করে তৃণমূলে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকেন রাজীব বন্দ্যোপাধায়।

প্রতিক্রিয়ায় বড় হরফে সঞ্জীব সরকার লিখেছেন, ''আবার একটা কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরে ঢুকে গেল। এখানে নেতাদের ইচ্ছেই সব, কর্মীদের অনুভুতির কোনও দাম বা দায়, কোনোটাই এদের নেই।''উজ্জ্বল সরখেল লিখেছেন, ''এক স্বঘোষিত জননেতা দলে থেকে কাজ করতে পারছিলেন না। কোনও এক শীতের শেষ মাসে ভোটের গরম গায়ে মেখে জহর কোট গায়ে চাপিয়ে চ্যার্টার্ড বিমানে চড়ে দিল্লি গিয়ে সবুজ থেকে গেরুয়া হলেন। দিনের শেষে ভোটে হেরুয়া হলেন। আবার সেই বছরেই শীতের শুরুর মাসে পয়সা দিয়ে ত্রিপুরার বিমানের টিকিট কেটে গেরুয়া থেকে সবুজ হলেন। আমার এখানে তো আজ বেশ কয়েকজন দম ভরে নিশ্বাস নেবে। আপনাকে দেখে এক বিশেষ প্রাণীও লজ্জা পাবে। মাইরি বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনি একটা বায়োপিক ডির্জাভ করেন, আমিই বানাব, নাম দেবো 'গিরগিটি, দ্য আল্টিমেট কালার চেঞ্জার''।''সঞ্জিত ঘোষ লিখেছেন, ''গদ্দার ছিল, থাকবে।'' অর্ঘ্য নস্কর লিখেছেন, ''ভাই রাজনৈতিক জ্ঞান শুন্য এটা ওনার বক্তব্যে স্পষ্ট।'' উজ্জ্বল সরখেল লিখেছেন, ''বাচ্চা ছেলে ভুল বুঝেছিল।'' অনির্বান মাহাতো লিখেছেন, ''বন্যেরা বনে সুন্দর, ধান্দাবাজ ফুলে...।'' সুপ্রিয়া ঘোষ লিখেছেন, ''রাজনীতির মতো এতো ইনকাম আর কোনো কাজে নেই।'' সমীর মান্না লিখেছেন, ''ও সব লোক কুত্তা। খাবার দিলে লেজ নাড়তে নাড়তে আসবে। আবার লাথি মারলে কেঁউ কেঁউ করে পালিয়ে যাবে।'' নয়ন মন্ডল লিখেছেন, ''কাকা তুমি আবার '২৬-এ পাল্টি খাবে।''সময় যত গড়াচ্ছে, বেড়ে চলেছে এ ধরণের হরেক প্রতিক্রিয়া।

আব্দুল মোমেনের দাবি নিয়ে প্রিয়া সাহার প্রকাশ্যে প্রশ্নে প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : বাংলাদেশে একটি মন্দিরও অগ্নিসংযোগ বা ধ্বংশ করা হয়নি বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মোমেনের দাবি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুললেন সেদেশের মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহা।

রবিবার সামাজিক মাধ্যমে প্রিয়া প্রশ্ন করেছেন, ''পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিন্দু হত্যা ধর্ষন লুটপাট শত শত মন্দির ভাঙা পোড়ানো অস্বীকার করে হামলায় সমর্থন প্রকাশ করলেন মাত্র কী ভাবছেন?'' প্রিয়ার এই মন্তব্যের প্রচুর প্রতিক্রিয়া এসেছে। মৌসুমী সরকার লিখেছেন, ''ভাবার দিন শেষ এখন শুধু অ্যাকশান নেওয়ার পালা। আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'' মৃত্যুঞ্জয় সেতু লিখেছেন, ''পদত্যাগ চাই''। তুহিন সুন্দর সরকার লিখেছেন, ''আব্দুল মোমেন তো একটা কুলাঙ্গার।'' শেখ ফরিদ লিখেছেন, ''১৯৪৬ থেকে এভাবে চলে আসছে!'' নয়ন কুমার সাহা লিখেছেন, ''অতীতে ছিল,বতমানে আছে,ভবিষ্যতেও চলবে। শুধু রং পরিবর্তন হবে।''ননীগোপাল মজুমদার লিখেছেন, ''সত্যকে অস্বীকার করা মানে দুষ্কৃতকারীদেরকে প্রশ্রয় দেয়া।'' প্রমিলা রায় লিখেছেন, ''ধিক্কার জানাচ্ছি এমন মন্ত্রী পরিষদকে।'' নারায়ণ সাহা নয়ন লিখেছেন, ''বহিঃ বিশ্বের চাপে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা ও মৌলবাদীদের খুশি করা।'' সীমা সরকার লিখেছেন, ''ইকবালকে ধরে কি হবে কারন চারিদিকে ইকবাল আর ইকবাল!''

সুব্রত রায় লিখেছেন, ''কান্ড জ্ঞানহীন মানুষ গুলো কেন এই পদে। ধিক্কার জানাই।'' সজল রায় লিখেছেন, ''এটাই তাদের চিরায়ত জাত স্বভাব।''সুমন হালদার লিখেছেন, ''উনি আরো হত্যা ধর্ষন লুট চেয়েছিল।'' জ্যোতির্ময় রায় লিখেছেন, ''আগে ভাবতে হবে উনি কোন ধর্মের লোক! তারপর ভাবতে হবে কোন দেশের লোক, কোন দেশের পর মন্ত্রী? রসুন এর গেরায় জল ঢেলে লাভ নাই।''প্রসঙ্গত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন, কেউ ধর্ষিত হননি ও একটি মন্দিরেও অগ্নিসংযোগ বা ধ্বংস করা হয়নি।

বাড়ির সমস্যা সমাধানে পুর-পরিকল্পনার সমালোচনায় প্রাক্তন পুর-কর্তার

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : শহরের বিপজ্জনক বাড়ির সমস্যা সমাধানে কলকাতা পুরসভার পরিকল্পনার সমালোচনা করলেন পুরসভার প্রাক্তন ডিজি তথা বিশিষ্ট স্থপতি দীপঙ্কর সিনহা।

কলকাতা পুরসভা ঠিক করেছে, বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়া বা দখলদাররা নতুন বাড়ি হলে জায়গা পাবেন। এমন ক্ষেত্রে কর মূল্যায়ন বিভাগ একটি শংসাপত্র দেবে। যা দেখিয়ে নির্মীয়মাণ আবাসনে তাঁরা নিজেদের জায়গা দাবি করতে পারবেন। এই সংক্রান্ত আইন এই মুহূর্তে কলকাতা পুরসভার নেই। তাই এই বিষয় আইন তৈরি করতে কলকাতা কপুরসভা প্রস্তাব পাঠাচ্ছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দীপঙ্করবাবু রবিবার জানিয়েছেন, ''২০০৯ সালে বিপজ্জনক বাড়ি সারাতে ছাড় দেওয়ার বিশেষ নিয়ম চালু হয়েছিল। তারপরে সেই আইনের সুযোগ নেওয়ার একটা ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু অচিরেই এই ছাড় নিয়ে এমন বহু বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ চোখে পড়ে, যে সব ক্ষেত্রে পুরানো বাড়ি বিপদজনক ছিলনা বলে অভিযোগ উঠেছে। অপরদিকে বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটতেই থাকে উদ্বেগজনক ভাবে।এর মধ্যেই পৌর আইন সংশোধন করে ৪১২এ ধারা সংযোজন করে বলা হয় যেসব ক্ষেত্রে বাড়ির মালিক বাড়ি সারাতে উদ্যোগ নেবেন না, সে ক্ষেত্রে পৌরসভা নিজেই উদ্যোগ নিয়ে পুরানো বাড়ি ভেঙে অধিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য নতুন বাড়ি করে দেবেন। প্রয়োজনে ডেভলপারদেরকেও সুযোগ করে দেওয়া হবে। বিপজ্জনক বাড়ি পুনর্নির্মাণ করার নিয়মে আরও বিপুল ছাড় দেওয়া হয় ও এমনকি প্রকাশিত নিয়মের বাইরেও বিল্ডিং কমিটিকে সামনে রেখে সেই ছাড়ের মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়।অবশ্যই অনৈতিক ভাবে এর পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করা শুরু করে বেশ কিছু নির্মাণ ব্যবসায়ী। এই নিয়মের সুযোগে বাড়ির চারিদিকে ছাড়ের পরিমাণ, বাড়ির উচ্চতা, মেঝের ক্ষেত্রফল সাধারণের থেকে অনেক অনেক বেশি পাওয়া যায়। এই সুযোগ নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রয়োগ না করলে যে শহরে বাড়ির ক্ষেত্রে আরো নতুন বিপদ সৃষ্টি হতে পারে, তাকেও উপেক্ষা করা হয়।

কলকাতা পৌরসংস্থার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট, যা কিনা ২০১২ সাল নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেই বলা হয়েছিল এই শহরের বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা ৩৫০০।

তেলিয়ামুড়া পরি পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাসিন্দাদের নানা অভাব অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর।। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা এরপরই ত্রিপুরা পৌর পরিষদের নির্বাচন। পৌর পরিষদের নির্বাচন ইতিমধ্যেই দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আসন্ন পুরো পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সবকটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার মসনদ দখল করার উদ্দেশ্যে নিজেদের জয়কে পাখির চোখ করে ময়দানে তৎপর। সেই সঙ্গে বাদ যায়নি তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ ও। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ এলাকায় ইতিমধ্যেই সবকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রচারাভিযান শুরু করে দিয়েছে। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৫ টি ওয়ার্ড রয়েছে। আর তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকায় বসবাসকারী গণদেবতাদের রায়ের মধ্য দিয়েই ক্ষমতার মসনদ দখল করবে কোন এক রাজনৈতিক দল।

কিন্তু তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার পৌর বাসীরা প্রকৃতপক্ষে কেমন আছেন এরই খোঁজ-খবর নিতে আমাদের প্রতিনিধির গন্তব্য স্থল ছিল তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডে।এই ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩২০ জন। তার মধ্যে মহিলা ভোটার ৬৪৮ জন এবং পুরুষ ভোটার ৬৭২ জন।

১৩২০ জন ভোটারের মূল্যবান ভোট দানের মধ্য দিয়ে আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচনে পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তনের পক্ষে রায় দেবে গণদেবতা। দীর্ঘ বাম আমল এবং বর্তমান শাসক দলের প্রশাসনিক ব্যাবস্থায় পৌর এলাকায় কি উন্নয়ন হয়েছে, নাকি উন্নয়ন হয়নি। কাকে চাইছে কাউন্সিলের আসনে?

বিগত তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রাক্তন পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিতীন কুমার সাহা। পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থাকাকালীন সময়ে এই ওয়ার্ডে বসবাসকারী সাধারণ জনগণ সহ পৌরবাসী দের তিনি কতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করেছেন? উনার কাজে কতটুকু খুশি পৌর বাসীরা? জানবো এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে ১৫ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় এক মহিলার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানিয়েছেন,, ১৫ নং ওয়ার্ডের শাসক দল বিজেপির হয়ে নতুন প্রার্থী চাইছে তারা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তাদের এলাকায় ১৫ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর নিতীন কুমার সাহা ঠিকঠাক মতো করে জনসংযোগই রাখেনি তাদের এলাকায়।

অপরদিকে এলাকার এক ব্যাক্তি তথা পেশায় দিনমজুর বাবুল শীলের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানিয়েছেন,, পরিবর্তন চাই। যে ভালো হয় তাকেই চাই। বিগত পৌর পরিষদ নির্বাচনে ১৫ নং ওয়ার্ডে বিজেপি দলের হয়ে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন উনার পরিবর্তে চাইছেন স্থানীয় তথা ১৫নং ওয়ার্ডে বসবাসকারী কোন প্রতিদ্বন্দী কে। আগে যিনি এই ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ছিলেন উনার কাছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সরকারি ঘর চাওয়া হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বাবুল শীলের পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত। চাইছেন, যেই কাউন্সিলের পদে অধিষ্ঠিত হোক তিনি যেন তার পরিবারকে সরকারি ঘর প্রদান করে।

বর্তমান ২২ মাসের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এলাকার উন্নয়ন কিছুই হয়নি বলে জানান পৌর এলাকাবাসী। তিনি জানান বিগত দিনগুলিতে টুয়েব কাজ মাসে পাঁচ ছয় দিন করতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে সেই কাজ চার দিনের বেশি হয় না। তিনি আরো বলেন ২২ মাসের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিজের ভাগ্যে কোন কিছুই জুটেনি। তিনি চাইছেন পরিবর্তন নয় প্রত্যাবর্তন হলেই ভালো। হয়তো কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভাগ্যে জোটে। তবে স্থানীয় ভোটারদের প্রার্থী করা হলে ভালো।

এদিকে পৌর এলাকা বাসি আরো জানান, পৌর এলাকা তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাজকর্ম হয়েছে। তিনি আরো জানান নিজের ভাগ্যে সরকারিভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধা জোটেনি।

এদিকে একাংশ এলাকাবাসীরা ক্যামেরার সামনে মুখ না খুললেও সাফ জানিয়ে দেন পরিবর্তন হলে ভালো। ১৫ নং ওয়ার্ডে বসবাসকারী পৌর বাসীদের জন্য কাজ করিনি কাউন্সিলর তথা পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা। এলাকায় বাসীদের খোঁজ-খবরও নেয় না বলে অভিযোগ করেন একাংশ পৌরবাসী। পৌরবাসীর আরো জানান এলাকার রাস্তাঘাট সহ জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা আজও মুখ থুবরে রয়েছে। তবে আসন্ন পৌর নির্বাচনে ভোটে তাদের পক্ষে রায় দেবে তার নির্বাচনের পরেই বলা যাবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

মমতা গোয়ায় থেকে গেলে আগামী ভোটে তৃণমূল একটা আসনও পাবে না, দাবি দিলীপের

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ায় থেকে গেলে আগামী ভোটে তৃণমূল একটা আসনও পাবে না, দাবি করলেন দিলীপ ঘোষ।

রবিবার সন্ধ্যায় দিলীপবাবু টুইটে লেখেন, “টিএমসি এমনভাবে প্রচার চালাচ্ছে যেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যাওয়ার মুহূর্তে গোয়া কেঁপে উঠবে। ঘটনাটি হল, অনেক লোক ছুটি কাটাতে গোয়ায় যান, মুখ্যমন্ত্রীও তা অনুসরণ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এখন থেকে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত গোয়াতেই থাকেন, তাহলে টিএমসি শূন্য আসন নিয়ে ফিরে আসবে।

প্রসঙ্গত, গোয়া সফর শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে লিখেছেন, “আমার গোয়া সফর শেষ হওয়ার সাথে সাথে, তারা আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছে তার জন্য আমি প্রতিটি গোয়ানকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই! আমি তাদের নির্ভীক চেতনায় বিস্মিত, শান্তি বিঘ্নিত এবং রাজ্যের বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্তকারী সমস্ত অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য তাদের সংকল্পকে স্বাগত জানাই!

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালিত বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। রবিবার ছিল ভারতের প্রথম উপ প্রধান মন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৪৭ তম জন্মদিন,এই দিনটিকে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে,তারই অঙ্গ হিসেবে দেশের সর্বত্র পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। দক্ষিণ জেলা প্রশাসন,জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়, জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং জেলার তথ্যও সংস্কৃতি দপ্তরের বেবস্থাপনায় বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার অগ্নি বিনা কমিউনিটি হলে যথা যোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান ।অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ও সমহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, মুখ্যবক্তা ঋষ্যমুখ বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুস্তাফা কামাল,জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের ও এস ডি পল্লব কান্তি সাহা,স্পোর্টস অফিসার রিতেশ শীল,অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আই সি ভি কলেজ মণীশ প্রসাদ। মঞ্চে অতিথিদের বরণ,মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সর্দার প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ ।শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য দপ্তরের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা,রাষ্ট্রীয় একটা দিবস অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তব্যে সর্দার প্যাটেলের জীবন, তার চিন্তা ধারা,তার কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন, আজকের যে অখন্ড ভারত তার রূপকার তিনি,তিনি ছিলেন বলেই আমরা বলতে পারি আমরা ভারত বাসি,বিবিধের মাঝে এক অভিন্ন আমরা, হিন্দু,মুসলিম, শিখ,খৃষ্টান ,জৈন সবাইকে নিয়ে আমাদের সংসার ।একতাই আমাদের মূলমন্ত্র আর মন্ত্রের যিনি স্রষ্টা তিনি সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, তাকে প্রণাম জানাই।

বিশালগড় পৌর পরিষদের বিজেপির প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক নারাউরা বিজেপি কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ অক্টোবর।।রবিবার বিশালগড় পৌর পরিষদের বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে ১৫ নং বুথে নারাওরা বিজেপি কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এর উপস্থিতিতে পৌর পরিষদের প্রার্থীদের নিয়ে সভা করলেন। প্রথমে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রবিবার সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৪৬ তম জন্মদিন। এই দিনটিকে একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিজেপি কার্যালয়ের সামনে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়াও বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব, তারপর তিনি নারাওরা বিজেপি কার্যালয়ের বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর ১৫ জন প্রার্থীকে নিয়ে সভা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। নরাওরা বিজেপি কার্যালয়ে সভার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের এলাকার ১৫ জন বিজেপির প্রার্থী। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব এছাড়াও ছিলেন এলাকার অভিভাবক গণেশ ভৌমিক। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ জন প্রার্থীকে নিয়ে সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেন বিশালগড় পৌর পরিষদ নির্বাচনে বিশালগড়ে প্রার্থী রাজ্যে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি সুন্দর ব্যালেন্স টিম করে দিয়েছেন যাতে যুবক থেকে শুরু করে মহিলা এমন ব্যক্তি রয়েছেন বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রার্থী তালিকায় যা প্রশংশার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নগর, গ্রাম বলুন এডিসি বলুন সব জায়গাতে সমান ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন। নগর নির্বাচনের মূল লক্ষ্য উন্নয়ন সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের ১০০ শতাংশ জয়ী হবে। আগামী দিনে সুন্দর নগরীকে কিভাবে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে হবে পাঁচ বছরে সেই লক্ষ্য রেখেই কাজ করবে বিজেপি।

আশিস দাস

● প্রথম পাতার পর

সুবল ভৌমিক, আশিসলাল সিংহ, প্রকাশ দাস, মুজিবুর রহমান, জয়া দত্ত, সুদীপ রাহা প্রমুখ।

নেশার সংস্পর্শ থেকে যুব সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। নেশার সংস্পর্শ থেকে যুব সম্পদায়কে সুরক্ষিত রাখতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। শরীর চর্চা সুস্থ দেহের পাশাপাশি সুস্থ মনের সহায়ক। আজ সিমনাতে অটল ম'তি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সিমনার ঈশানপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এদিনের ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় নয়া দিল এসসি ও পূর্ব সিমনা দ্যাইগ্যাবাড়ি বাজার। রাজ্য এবং বহির্রাজ্যের খেলোয়াড়রা এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করেন। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্স আপ দুটি দলকেই ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, যুব মোর্চার উদ্যোগে অটল ম'তি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩৭ তম মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : আজ ৩১ অক্টোবর। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩৭ তম মৃত্যুদিবস। রবিবার সকালে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজধানীর শক্তিস্থলে গিয়ে জ্ঞাপন করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন তিনি টুইট করে একথা জানিয়ে লেখেন, ভয়হীন ভাবে দেশের জন্য নিরলস কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তথা আমার ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি দেশের জন্য তাঁর অবদান মহিলা সশক্তিকরণ-র এক উদাহরণ হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, ইন্দিরা গান্ধী দেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী যিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ মার্চ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে জানুয়ারি ১৯৮০ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই দিনেই তিনি নিজের বাসভবনে নিরপত্তরক্ষীদের গুলিতে মারা যান।

২০২২-এ মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বক্সিংকুইন মেরিকমের স্বামী অনখোলার

ইমফল, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২০২২ সালে মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বক্সিঙে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মাংতে চুংনেইজাং (এমসি) মেরি কমের স্বামী কে অনখোলার। একটি প্রকাশ্য জনসভায় নিজেই তাঁর এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন তিনি।

অনখোলার বলেন, আগামী বছর মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি চূড়াচাঁদপুর জেলার সৈকট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এখনও অনেক কিছু করার আছে। তাই সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে কোন দল থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তা খোলসা করেননি।

এদিকে অনখোলারের ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও বিজেপির টিকিট চাইতে পারেন। ইতিমধ্যে বিজেপিতে যোগদানের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগও করছেন তিনি, দাবি অনখোলারের ঘনিষ্ঠ সূত্রের। প্রসঙ্গত, সৈকট আসনের বর্তমান বিধায়ক বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা টিএন হাওকিপ।

নানা থিমে সেজে ওঠার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো

নদিয়া, ৩১ অক্টোবর(হি. স) : নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এলেই দেখা যাবে সোমনাথ মন্দির, আমেরিকার জৈন মন্দির, কেদারনাথের মন্দির। জগদ্ধাত্রী পুজোয় একটু ঘুরলেই নাগালের মধ্যে সহজেই দেখা যাবে এই সমস্ত মন্দির। এছাড়া মেদিনীপুরের পটশিল্প, বিপন্ন পরিবেশ, দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও জংলি রাজার দেশও দেখা যাবে। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় একাধিক থিমের মন্ডপ - প্যান্ডেল আলো রোশনাইয়ে ভরে উঠবে। বর্ধিষ্ণু কৃষ্ণনগরে বরাবর সাবেকিয়ানাতে বেশি জোর দেওয়া হয়। তার মধ্যেও জগদ্ধাত্রী পুজোতে কয়েকটা থিমের পুজো প্যান্ডেল হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগর পুরসভা এলাকায় অনুমতি পাওয়া জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা ১২৭। অনুমতি ছাড়া পুজো নিয়ে সংখ্যাটা প্রায় ১৭৫টি হয়ে যাবে। এই পুজোগুলোর থিম পুজো হচ্ছে কৃষ্ণনগরে বউবাজার বারোয়ারিতে। এখানে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে গুজরাতের সোমনাথ মন্দিরের আদলে। পুজো কমিটির কর্তা অনুপম পাল বলেন, আমরা প্রতি বছর নতুন কিছু করি। এবছরও সোমনাথ মন্দির হচ্ছে। আমরা এ নিয়ে আশাবাদী। প্রভাত সঙ্ঘের মন্ডপ গড়ে উঠবে আমেরিকার জৈন মন্দিরের আদলে।

পুজো কর্তা পলাশ দাস বলেন,বাঁশ, প্লাই, কাপড় দিয়ে প্যান্ডেল হচ্ছে। এখানে প্রতিমার সাজে মাটির ভাঁড় ব্যবহার করা হবে। ঘূর্ণি আনন্দনগর বারোয়ারির থিম কেদারনাথের মন্দির। কমিটির পক্ষে হরি কুন্ডু বলেন, বাঁশ, কাপড়, প্লাই দিয়েই কাজ হচ্ছে। পেছনের দিকে একটা পাহাড় হবে। তার জন্য চট সহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র লাগছে।

প্রাচীন পুজো গুলোর অন্যতম ষষ্ঠীতলা বারোয়ারির থিম মেদিনীপুরের পটশিল্প। কমিটির পক্ষে সোমনাথ বিশ্বাস বলেন, থিম অনুযায়ী কাঠের ফ্রেমের মধ্যে মাটির পটে অঁকা ছবি সেট করার কাজ চলছে। হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে আমরা তুলে ধরছি।

পুরনো পুজো বাঘাডাঙা বারোয়ারিতে থিমের প্যান্ডেল হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দিরের আদলে ।এই পুজোর কর্তা কৌশিক মন্ডল বলেন, থার্মোকেল, প্লাই, কাপড়, বাঁশ দিয়ে এই মন্দির হচ্ছে। রায়পাড়া মালিপাড়া বারোয়ারির থিম, বিপন্ন পরিবেশ। গাছপালা কেটে ফেলার ফলে জীবজগতের সমস্যা হচ্ছে। বারোয়ারির অন্যতম সদস্য সৌরভ দেবনাথ বলেন, এখানে ব্যাটারি চলতি পাখি থাকবে। যেগুলো ওপরে উঠতে পারবে। এছাড়া বাঘ, হাতি, গন্ডার সহ একাধিক পশু থাকবে।

পুরনো পুজো কলেজস্ট্রিট বারোয়ারির থিম হল, আধুনিকতার অন্তরালে চাপা পড়া গ্রন্থাগারগুলির আর্তনাদ। সোশ্যাল মিডিয়ার দাপাদাপিতে লাইব্রেরিমুখো হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ কমছে। বর্তমান যন্ত্রনির্ভর ও ইলেকট্রনিক্স ফোন ইন্টারনেট ইত্যাদির সুবাদে তাদের আর লাইব্রেরিতে যাওয়ার সময় হয় না। গোটা বিষয়টি করা হচ্ছে থার্মোকল, কাপড়, বাঁশ দিয়ে।

বহু পুরনো এই বারোয়ারির পুজো কর্তা তরুণ হালদার বলেন, আমরা বহুমুখো হওয়ার জন্য একটা বার্তা দিতে যাচ্ছি। লাইব্রেরিগুলো এখন শূন্যতা অনুভব করছে। কৃষ্ণনগর রাজারোড ষষ্ঠীতলা বারোয়ারির থিম জংলি রাজার দেশে। এখনকার পুজো কর্তা গোপাল ঘোষ বলেন, জংলি দেশ আমরা ফুটিয়ে তুলছি।

পুর ভোট ঃ বিলোনিয়ায় বিজেপির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়া মন্ডল এর উদ্যোগে রবিবার সকালে বিলোনিয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে প্রদেশ,জেলা, মন্ডল,পঞ্চায়েত স্তর, জেলা পরিষদ সহ মন্ডল এর অধীনে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ বুথ সভাপতিদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির সকল বরিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং পৌরসভা নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীদের পাশে নিয়ে বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। সভায় উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, বিলোনিয়া বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিজেপি দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, সক্ষম মন্ডল সক্রিয় বুথের দক্ষিণ জেলা কনভেনার গৌতম দত্ত গুপ্ত, সহ ব্যক্তিত্বরা। মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকারের স্বাগত ভাষণের পর বৈঠকে বিলোনিয়া মন্ডলের অধীনে-বিভিন্ন বুথ গুলিতে পরিকল্পনামাফিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে কিনা- খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন উপস্থিত বিভিন্ন পদাধিকারী নেতৃত্বরা। চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে-দলীয় নির্দেশাবলী মেনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলিকে সফলতা দানের জন্য সকল কার্যকরতাদের নিকট আহবান জানানো হয়।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

মানিক সরকার একদিকে বলছেন আমরা সমর্থন করি তাদের এজাতীয় আন্দোলনকে। বঙ্গের আরেক সিপিআইএম নেতা বিমান বসুও বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে চলতে আপত্তি নেই আমাদের। এ থেকেই স্পষ্ট যে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা চালাতে তারা সুযোগ করে দিতে চাইছে সিপিআইএম-কে। রাজ্যের মানুষ তা কখনোই মেনে নেবেন না বলে তিনি মনে করেন। কারণ রাজ্যের মানুষ জানেন যে কতো মায়ের কোল খালি হয়েছে তাদের সময়কালে।

মন্ত্রী বলেন, কার্যক্ষেত্রে জনসমাগম যে অতোটা হবে না তা তারা আগেই জানতো। যে কারণে আস্তাবল ময়দানে গিয়ে ফ্লপ শো করার পথে এগোয়নি তারা। তিনি বলেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বহি রাজ্য থেকে কর্মী-সমর্থকদের জড়ো করার চেষ্টা চালানো হয় তাদের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি সীমান্তে বহু বাস আটক করা হয়েছে। তাদেরকে কোভিড টেস্ট করার পর অনেকের মধ্যে আবার পজিটিভও মিলেছে। তার কথায়, আসামের কাছাড় এবং বঙ্গ থেকেই ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সেই যুবক-যুবতীদেরকে রাজ্যে আনার চেষ্টা চালানো হয়। ক্ষমতা দখলের জন্য এমন সব কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান তিনি। পাশাপাশি জনসভা থেকে রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে শাসক দল এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ষা করে বিশ্রী ভাষায় গালমন্দ করেছেন তাতে বিষয়টি রাজ্যের জনগণের জন্যই অপমানজনক বলে মনে করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

সরকার ভাঙার খেলায় নামবে না তৃণমূল। কারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের পরিবর্তন করব। ত্রিপুরায় তৃণমূলের কর্মীদের ওপর লাগাতর সন্ত্রাস নিয়েও তীব্র বিষোদ্গার করেছেন অভিষেক। তিনি কড়া ভাষায় বলেন, আজ যাঁরা ভাঙচুর করছেন, ২০২৩ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তাঁদের দিয়েই দুয়ারে সরকারের ফর্ম পূরণ করাব। তা না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। এদিকে তিনি আজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ত্রিপুরাবাসীর পাশে সর্বক্ষণের জন্য থাকবেন। যখনই ডাকা হবে তখনই তাঁকে পাশে পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, বিজেপিকে হারাতে এবং ত্রিপুরায় পরিবর্তনে করোনা নির্মূলীকরণের মতোই ডাবল ডোজ দিতে হবে। তাঁর কথায়, আগামী ২৫ নভেম্বর পুর ও নগর ভোটে প্রথম ডোজ এবং ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন, সম্মিলিতভাবে লড়াই করতে হবে। কারণ, তলে তলে নিঃশব্দ বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

পুকুরে

● প্রথম পাতার পর

ছুটে এসে গুড্ডু ওরাং এর দেহ পুকুরের জল থেকে উপরে নিয়ে আসে। গুড্ডু ওরাং কে সাথে সাথে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া হাসপাতালে। বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক গুড্ডু ওরাং কে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভষ্মিভূত

● প্রথম পাতার পর

ফোন করে যাওয়া সত্ত্বেও তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের টেলিফোন নম্বরটি ব্যাস্ত দেখাচ্ছিলো। পরবর্তীতে এলাকার লোকজন ছুটে গিয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দিলে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ছুটে এসে আগুন আয়ত্বে আনার আগেই সব শেষ হয়ে যায়।তবে ৭টি দোকানে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকা।

তবে এই অগ্নিকাণ্ডে তেলিয়ামুড়া ব্লক চৌমুহনি এলাকার ৭ ব্যাবসায়ীর মধ্যে ৪ ব্যাবসায়ীর আংশিক ক্ষয় ক্ষতি হলেও ৩ ব্যাবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কারণ তাদের রুজি রোজগারের একমাত্র পথ ছিল এই দোকানগুলো। তবে রাতের অন্ধকারে আচমকা শর্ট সার্কিটের থেকে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জনমনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রেকর্ডের পথে

● প্রথম পাতার পর

ডিজেলের দাম ১ লিটারে বেড়ে গিয়েছে একই হারে। ফলে রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১০৯ .৩৪ টাকা, ডিজেলের দাম ৯৮.০৭ টাকা। মুম্বইতে রেকর্ড গড়েছে পেট্রোলের দাম। সেখানে লিটারে ১১৫ টাকা আজ হয়েছে পেট্রোলের দাম।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালের নিরিখে আজ জ্বালানি তেলের দাম যে হারে এগিয়েছে রেকর্ডের দিকে তাতে আন্তর্জাতিকক বাজারে তেলের দামের গতির সঙ্গে সেভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সামনেই রয়েছে কালীপুজো, দিওয়ালির উতসব। তারপর রয়েছে ভাইফোঁটা। এই মরশুমে কলকাতা সহ দেশের চার বড় শহরে হু হু করে বেড়ে গিয়েছে জ্বালানি তেলের দাম। গত দুই দিন পেট্রোল বা ডিজেলের দামের গতিতে কিছুটা রাশ টানলেও রবিবার কার্যত লাগামহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে জ্বালানি তেলের দাম।

করোনায়

● প্রথম পাতার পর

৪৪৬ জনের। এর ফলে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৮৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গোটা দেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৭২। যা গত ২৪৭ দিনে সবচেয়ে কম। দেশে সুস্থতার হার ৯৮.২০ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় গোটা দেশে মোট ১৪ হাজার ৬৬৭ জন করোনা থেকে সেরে উঠেছেন। এই নিয়ে দেশে মোট করোনা থেকে সেরে ওঠা মানুষের সংখ্যা হল ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৪২।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন এবং শক্তিশালী ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। গুজরাটে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বা'ল থেকে সৌহার্দ্যপূর্ণ বার্তা নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের একটি দল অংশগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক ভিএস যাদব, মুখ্যসচিব কুমার অলক প্রমুখ।

গন্ডাছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

করার জন্য আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধারাবাহিক ভাবে করা হচ্ছে স্বাস্থ্য শিবির। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক হাসপাতাল সহ মহকুমা হাসপাতালে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ পত্র। তাই দুচিন্তার কোন কারন নেই।

ক্রীড়া

এরিকসন কাণ্ডের ছায়া !

খেলা চলাকালীনই অসুস্থ বার্সা তারকা আগুয়েরো, ভরতি হাসপাতালে

ইউরো কাপে ফিনল্যান্ড বনাম ডেনমার্ক ম্যাচের একটি ঘটনা আজও ফুটবলপ্রেমীদের আতঙ্কিত করে। যেভাবে ডেনমার্কের মিডফিল্ডার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন খেলার মাঠেই লুটিয়ে পড়েছিলেন এবং প্রাণ সংশয়ে পড়েছিলেন, তা সহজে ভোলার নয়। ফুটবল মাঠে আবার তেমনই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। খেলা চলাকালীনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন বার্সেলোনা সুপারস্টার সের্জিও আগুয়েরো। হাসপাতালে ভরতি করতে হল তাঁকে।শনিবার রাতে লা লিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আলাভেসের মুখোমুখি হয় বার্সা। চোট কাটিতে এই মরশুমে প্রথমবারের জন্য শুরু থেকে খেলতে নামেন আগুয়েরো। কিন্তু প্রথমার্ধের একেবারে শেষদিকে হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। খেলা চলাকালীনই বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েন আগুয়েরো। তাঁর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ছুটে আসে বার্সেলোনার মেডিক্যাল টিম। বেশ কয়েক মিনিট মাঠেই চিকিৎসা চলে তাঁর। সেসময় মাঠের পরিস্থিতি ইউরোর ক্রিশ্চিয়ান এরিকসনের ঘটনাকে মনে করাচ্ছিল। কয়েক মিনিট চিকিৎসা চলার পর উঠে দাঁড়ালেও অস্বস্তি বোধ করছিলেন আগুয়েরো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠের বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যায়, তাঁর হার্টে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্রুত আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকারকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বলে বার্সেলোনার তরফে জানানো হয়েছে। ওই ম্যাচেই আরেক বার্সেলোনা সুপারস্টার চোট পেয়েছেন। তিনি হলেন জেরার পিকে। কাফ মাসলে চোট পেয়েছেন তিনি। আপাতত তিনিও চিকিৎসাধীন। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছে কাতালান ক্লাবটি।এদিকে, শনিবারই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয়ে ফিরেছে রোনাল্ডোর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। টটেনহ্যাম হটস্টারকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে রেড ডেভিলরা। ম্যান ইউয়ের হয়ে দুর্দান্ত গোল করেছেন রোনাল্ডো নিজে। অপর দুটি গোল করেছেন এডিনসন কাভানি এবং র‍্যাশফোর্ড।

পাঁচটি কারণ, কেন টি২০ বিশ্বকাপ জেতার দাবিদার পাকিস্তান

যে দলকে বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে রাখাই হচ্ছিল না, সেই পাকিস্তানই এখন বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার। বিশ্বকাপে নামার আগে কোচ বদল, একাধিক ক্রিকেটার বদল, জর্জরিত করে দিয়েছিল বাবর আজমদের। ভারত, নিউজিল্যান্ডের মতো দলকে হারিয়ে নিজেদের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসাবে প্রমাণ করেছে পাকিস্তান। কোন পাঁচটি কারণে পাল্টে গেল বাবরদের দল?১. ঘরের মাঠ: যে টি২০ বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে পাকিস্তানের 'ঘরের' মাঠ। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কা দলের উপরে আক্রমণ হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ম্যাচ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলতে শুরু করে পাকিস্তান। এর ফলে দুবাই, আবু ধাবির মাঠ পরিচিত পাকিস্তানের কাছে। টানা ১৩টি ম্যাচ জেতার রেকর্ডও গড়ে পাকিস্তান।২. রামিজ রাজার পদক্ষেপ: দলের ভিতরে সমস্যা হলেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপেও সেটা দেখা গিয়েছিল। এ বারের বিশ্বকাপের আগে কোচের দায়িত্ব ছাড়েন মিসবা উল হক। রামিজ রাজা সবে দায়িত্ব নিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের।এসেই একাধিক বিতর্কের মুখে পড়েন তিনি। তবে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তে ইতিবাচক ফল পাওয়া গিয়েছে।৩. অধিনায়ক বাবরের নেওয়া সিদ্ধান্ত: নিজের দল বাছার সুযোগ পেয়েছেন বাবর। শেষ মুহূর্তে দলে নেওয়া হয় শোয়েব মালিক, ফখর জামানদের। দু'জনকেই প্রথম একাদশে খেলতে দেখা গিয়েছে। মহম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে বাবরের ওপেনিং জুটি সাফল্য পেয়েছে। বোলারদের সাফল্যও দলকে সাহায্য করেছে। বাবরের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি সাফল্য এনে দিয়েছে দলকে।৪. অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দলে নেওয়া: শোয়েব মালিকদের মতো অভিজ্ঞদের দলে নিয়ে আসা কাজ দিয়েছে পাকিস্তান দলের।৩৯ বছরের শোয়েব মালিককে দলে নেওয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু নিজেকে ফিট রেখেছেন শোয়েব। ব্যাট হাতে এখনও দলকে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রয়েছে তাঁর।৫. পাকিস্তান সুপার লিগ: বাবরদের সাফল্যের অন্যতম কারণ পাকিস্তান সুপার লিগ। ২০০৯ সালের পর থেকে আইপিএল-এ খেলতে পারে না পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। ২০১০ সাল থেকে পাকিস্তান দলের সাফল্য কমতে থাকে। ২০১৫ সালে শুরু হয় পিএসএল। ভারত না খেললেও অন্যান্য দেশের তারকারা এই লিগে খেলেন। টি২০ ক্রিকেটের চাপ নিতে শিখে গিয়েছেন বাবররা। বিশ্বকাপের বাকি দলগুলিকে চাপে ফেলার ক্ষমতা রাখে এই পাকিস্তান।

ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ চালুর উদ্যোগ !

বিশ্বকাপে ভারত-পাক মহারণের পরই ফের দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হওয়া নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে আর্থিকভাবে চরম দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাক ক্রিকেট। ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলতে পারলে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতে পারে পিসিবি। তাই বিসিসিআইয়ের থেকে পাকিস্তানের আগ্রহই বেশি। সম্ভবত সেই কারণেই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসাবে ক্রিকেটকে কাজে লাগাতে চাইছে পিসিবি।

চলতি মাসেই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক চলাকালীন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সচিব জয় শাহর সঙ্গে দেখা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রামিজ রাজা। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এমনটাই দাবি করেছেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান। তিনি দাবি করেছেন, রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে ভারত-পাক ক্রিকেট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে, রাজা স্বীকার করেছেন, পুরো বিষয়টিই এখন আলোচনার স্তরে। ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শুরু করতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

রামিজ রাজা বলছেন, "বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সচিব জয় শাহর সঙ্গে আমি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠকের পর দেখা করেছিলাম। আমরা একটা ক্রিকেটীয় বন্ধন তৈরি করতে চাই। আমার বিশ্বাস খেলা থেকে রাজনীতিকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা উচিত।" পিসিবি-র সিইও বলছেন, "ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট আবার শুরু করতে গেলে অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু সবার আগে দরকার দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে বোঝাপড়া। তারপর দেখতে হবে, আমরা কত দূর যেতে পারি। এটুকু বলতে পারি, আমাদের খুব ভাল আলোচনা হয়েছে।"

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে শেষবার ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজিত হয়েছিল। ভারতের মাটিতে সেই ওয়ানডে সিরিজে ২-১ জিতেছিল পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টিতে ১-১ ড্র দিয়ে শেষ হয় সিরিজ। ২০১৫ সালে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে সামান্য আশার আলো দেখা গেলেও পাঠানকোট ও উরি হামলার পর সে সম্ভাবনাও পুরোপরি মুছে যায়। যদিও এর মধ্যে একাধিকবার ভারত এবং পাকিস্তান আইসিসির ইভেন্টে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছে। যদিও এর আগেও মউ চুক্তি নিয়ে বিসিসিআই-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল পিসিবি। তবে লাভের লাভ কিছুই হয়নি।

জিতেও বিদায় ভারতের

অনূর্ধ-২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার স্বপ্ন অধরাই থাকল ভারতীয় দলের। ধীরজ সিংহের অনবদ্য গোলকিপিংয়ে শনিবার শেষ ম্যাচে কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জিতেও খালি হাতে মাঠ ছাড়লেন রহিম আলিরা।

অনূর্ধ-২৩ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য শনিবার যে কোনও মূল্যে জিততেই হত ভারতকে। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি খেলবে মূল পর্বে। সব কটি গ্রুপের মধ্যে সেরা চারটি রানার্স দলও ছাড়পত্র পাবে। এই পরিস্থিতিতে কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে শুরু থেকেই গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন রহিমরা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ফল গোলশূন্য থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। প্রথম শটই আটকে দেন ধীরজ। ম্যাচেও একাধিক অবধারিত গোল বাঁচিয়েছেন অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে নজর কাড়া ধীরজ। ম্যাচের পরে কোচ ইগর স্তিমাচ বলছিলেন, "ধীরজ অনবদ্য। ম্যাচ টাইব্রেকার গড়াতেই বুঝে গিয়েছিলাম আমরা জিতব। কারণ ধীরজ রয়েছে।" তিনি যোগ করলেন, "দ্বিতীয় হয়ে মূল পর্বে উঠতে পারলাম না। তাই জিতেও খুব হতাশ।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ম্যাচের পর শামিকে হেনস্তা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন কোহলি

চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাবর আজমদের কাছে ভারতের হারের পর থেকে মহম্মদ শামির দিকে ধেয়ে এসেছে কটাক্ষ। ধর্মের দোহাই দিয়ে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে ভারতীয় পেসারকে। টিম ইন্ডিয়ার পরাজয়ের জন্য শামিকেই কাঠগড়ায় তোলা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে শামির পাশে দাঁড়িয়ে সরব হয় বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, মহম্মদ কাইফ-সহ প্রাক্তন ও বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সমালোচকদের একহাত নেন খোদ পাক অধিনায়ক বাবরও। কিন্তু সেই ঘটনায় এতদিন প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি বিরাট কোহলি। শনিবার অবশেষে মুখ খুললেন ভারত অধিনায়ক।

"পাকিস্তানের থেকে কত টাকা খেয়েছ? একটু তো লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। আমাদের তো চোখের জলে ভাসতে হল।" পাকিস্তানের কাছে ১০ উইকেটে হারের পর এভাবেই আক্রমণ করা হয় শামিকে। এমনকী পাকিস্তানই যে শামির মুলুক, সে কথা বলতেও ছাড়েনি নেটিজেনদের একাংশ। এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ক্রিকেট মহল। বাংলার তারকার হয়ে সুর চড়ান প্রাক্তনীরা। এমনকী রাহুল গান্ধী, ওমর আবদুল্লার মতো নেতা-মন্ত্রীরাও শামির পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনার প্রতিবাদ করেন। আর এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন কোহলি। সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বলেন, "কিছু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে নানারকম ট্রোলিং করে। ওদের সৎসাহস নেই, শিরদাঁড়াও নেই। বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তাতে আমরা কান দিই না। আমরা একমাত্র লক্ষ্য ভাল খেলা।" এরপরই যোগ করেন, "শামির ধর্ম তুলে ট্রোল করা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা।" এদিকে রবিবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচেও হার্দিক পাণ্ডিয়া (ছথন্স্থৃদ্ধ ঞ্চথদ্রত্মাখ) খেলবেন বলে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন কোহলি। সদ্য চোট সারিয়ে দলে যোগ দেওয়া অলরাউন্ডারকে দিয়ে প্রথম ম্যাচে বল করানো হয়নি। যদিও কোহলি জানিয়েছিলেন, পাণ্ডিয়াকে দিয়ে দু'ওভার বল করানো হতে পারে। তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তবে কি হার্দিককে ছাড়াই প্রথম একাদশ সাজানো হবে? কিন্তু এদিন অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন, হার্দিক সম্পূর্ণ ফিট। পাশাপাশি আরেক অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুরকেও দলে নেওয়ার ভাবনাচিন্তা চলছে। ইতিমধ্যেই জয়ের হ্যাটট্রিক করে সেমিফাইনালের টিকিট কার্যত পাকা করে ফেলেছে নিউজিল্যান্ড। শেষ চারে উঠতে তাই কিউয়িবাহিনীকে পরাস্ত করাকেই পাখির চোখ করছে কোহলি অ্যান্ড কোং।

সেই রোনাল্ডো নায়ক জয়ে ফিরল ম্যান ইউ

অবশেষে জয়ের সরণিতে প্রত্যাবর্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। নেপথ্যে সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পারকে ৩-০ হারাল ম্যান ইউ। গোল করেন রোনাল্ডো, এডিনসন কাভানি ও মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। ম্যান ইউকে আগের ম্যাচে ৫-০ চূর্ণ করা লিভারপুল শনিবার আটকে গেল ব্রাইটনের কাছে।

ঘরের মাঠ এতিহাদ স্টেডিয়ামে বড় ধাক্কা খেল পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। অবিশ্বাস্য ভাবে ক্রিস্টাল প্যালেস তাদের হারিয়ে দিল ২-০ গোলে। প্রথম গোলটি করলেন উইলফ্রেড জাহা। তা-ও খেলার ছ'মিনিটেই। তার পরে কার্যত পুরো ম্যাচ হাতে পেয়েও গোল শোধ করতে পারলেন না গ্যাব্রিয়েল জেসুস, ফিল ফোডেনরা। উল্টে ক্রিস্টালই তাদের দ্বিতীয় গোল পেয়ে গেল খেলা শেষ হওয়ার মুখে কোনোর গালাঘারের তৎপরতায় (৮৮ মিনিট)। ম্যান সিটিকে অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে দশ জনে খেলতে হয়েছে। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে আয়েরমিক লাপোর্তে লাল কার্ড দেখায়। অসাধারণ এই জয়ের পরে জাহাকে বলতে শোনা গেল, "ভাল করেই জানতাম, কতটা ভাল দল ম্যান সিটি। তবু হিসাব উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা যে আমাদেরও আছে, সেটা প্রমাণ করতেই যেন খেললাম।"

প্রিমিয়ার লিগে এ হেন অঘটনের দিনে ব্যতিক্রম চেলসি এবং আর্সেনাল। থোমাস টুহলের দল শনিবার ৩-০ হারাল নিউক্যাসলকে। জোড়া গোল করেন রিস জেমস (৬৫ ও ৭৭ মিনিটে)। চেলসির তৃতীয় গোল জর্জিনহোর। ৮১ মিনিটে তিনি পেনাল্টি থেকে ৩-০ করেন। একই দিনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে আর্সেনাল চমকে দেয় লেস্টার সিটির মতো ক্লাবকে ১৮ মিনিটের মধ্যে দু'টি গোল দিয়ে। গোল করেন গ্যাব্রিয়েল ও এমিলে স্মিথ রো।

প্রত্যাশিত ভাবেই ইপিএল টেবলের শীর্ষে এখন রোমেলু লুকাকুরা। চেলসির পয়েন্ট ১০ ম্যাচে ২৫। শনিবার ড্র করে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেল য়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল। ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২২। যে ক্লাবের সঙ্গে সালাহরা ড্র করলেন, সেই ব্রাইটন কিন্তু এ বার খুব খারাপ খেলছে না। পয়েন্ট টেবলে তারা রয়েছে ছ'নম্বরে (১০ ম্যাচে ১৬)। আর ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে হেরে যাওয়ায় ম্যান সিটি পড়ে থাকল তৃতীয় স্থানেই। তাদের পয়েন্ট ২০। এ বারের প্রিমিয়ার লিগে তারা গোলও করেছে ২০টি। সেখানে সবচেয়ে বেশি গোল চেলসির (২৩)। তার পরেই লিভারপুল (২১)।এ দিন লিভারপুল কিন্তু খেলার ৪ মিনিটেই জর্ডন হেন্ডারসনের সৌজন্যে ১-০ করে ফেলে। ২৪ মিনিটে লিভারপুলের দ্বিতীয় গোলদাতা সেনেগালের মহাতারকা সাদিয়ো মানে। কেউ ভাবেননি এ ভাবে ২-০ এগিয়ে থেকেও 'দ্য রেডস' শেষপর্যন্ত পয়েন্ট নষ্ট করবে। আসলে ব্রাইটন তাদের দু'টি গোলই করে যায় লিভারপুল রক্ষণের ঢিলেঢালা ভাবের সুযোগ নিয়ে। ৪১ মিনিটে ২-১ করেন এনক মেওপু। ২-২ হয় ৬৫ মিনিটে। এ বারের গোলটি লিয়োনার্দো ত্রোসার্দের।

আর্সেনাল কিন্তু প্রিমিয়ার লিগে আবার ভাল খেলছে। শনিবার যেমন মিকেল আর্তেতার ফুটবলারেরা কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে খেলেও লেস্টার সিটিকে ২-০ হারালেন। পয়েন্ট টেবলে গানার্স উঠে এল পঞ্চম স্থানে (১০ ম্যাচে ১৭)। ১৮ মিনিটের মধ্যেই তারা দু'টি গোল করে। পাঁচ মিনিটে প্রথমটি বুকায়ো সাকার কর্নারে গ্যাব্রিয়েলের হেডে। সেরা গোল এমিলে স্মিথ রোয়ের, বক্সের মাথা থেকে মারা নিখুঁত প্লেসিংয়ে। আর্সেনাল টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত। ব্রেন্ডন রজার্সের লেস্টার সিটি সেখানে গানার্সের বিরুদ্ধে জনসমর্থন পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। ১০ ম্যাচ খেলে পয়েন্ট ১৪। হেরেছে চারটি ম্যাচ।

নজির গড়েও ব্যথিত রশিদ ক্ষমা চাইলেন দেশবাসীর কাছে

স্কটল্যান্ডকে ১৩০ রানে হারালেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জেতার মুখ থেকে হারতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম বোলার হিসেবে ১০০ উইকেট নিলেও সমর্থকদের কথা ভেবে দুঃখিত রশিদ খান। দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার মহম্মদ হাফিজ এবং বাবর আজমের উইকেট নিয়েও পাকিস্তানের জয় আটকাতে পারেননি। ম্যাচের পর রশিদ টুইট করেছেন, 'দেশ-বিদেশে থাকা সমস্ত সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ম্যাচ জিতে আপনাদের উচ্ছ্বাস এবং মুখে হাসি এনে দিতে পারিনি। কিন্তু আপনাদের সমর্থন এবং প্রার্থনা বাকি ম্যাচগুলির জন্য আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট নেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আফগানিস্তান জিন্দাবাদ'।

হাফিজের উইকেট নিয়েই টি-টোয়েন্টিতে শততম উইকেট পূর্ণ করেন রশিদ। এরপর ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফিরিয়ে দেন বাবরকে। কিন্তু করিম জানাতের ওভারে আসিফ আলির চার ছক্কায় ম্যাচ জিতে নেয় পাকিস্তান। তবে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে টেনে নিয়ে যাওয়ায় আফগানিস্তানের লড়াকু মনোভাবের প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

আইপিএলের নতুন মরশুমে রিটেন করা যাবে ৪ ক্রিকেটার

আগামী মরশুম থেকে ১০ দলের হতে চলেছে আইপিএল। স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ নতুন করে নিলাম প্রক্রিয়া শুরু করতে হচ্ছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে। সেক্ষেত্রে আগের যে আটটি দল ছিল তারা কতজন তারকাকে রিটেন করতে পারবে, এই প্রশ্ন বেশ কিছুদিন ধরে ঘোরাফেরা করছিল। এবার বোর্ড সূত্রে সেই ইঙ্গিত মিলল।

বোর্ড সূত্রের খবর, যে ৮ ফ্র্যাঞ্চাইজি এতদিন ধরে আইপিএল খেলছে, তারা চারজন করে ক্রিকেটারকে রিটেন করতে পারবে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩ জন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং ১ জন বিদেশি ক্রিকেটার হতে পারেন। আবার কোনও দল চাইলে দুজন বিদেশি এবং ২ জন ভারতীয় ক্রিকেটার ধরে রাখা যাবে। তবে, কোনওভাবেই তিনজনের বেশি ভারতীয় বা দু'জনের বেশি বিদেশি রিটেন করা যাবে না। আইপিএলের আসন্ন নিলামে কোনও রাইট টু ম্যাচ কার্ড থাকবে না বলেই খবর বোর্ড সূত্রের।

২০১৮ সালে শেষবার মেগা নিলামের সময় মোট ৩ জনকে রিটেন করার সুযোগ দিয়েছিল বিসিসিআই। সেই সঙ্গে ২টি করে আরটিএম বা রাইট টু ম্যাচ কার্ড পেয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। যে তিনজনকে রিটেন করার সুযোগ ছিল, তাঁদের মধ্যে একজন আবার ঘরোয়া ক্রিকেটার হওয়া (আনক্যাপড প্লেয়ার) বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এবার তেমন কোনও নিয়ম রাখছে না বোর্ড। এবার চারজনই আন্তর্জাতিক স্তরে খেলা ক্রিকেটার রিটেন করা যাবে। বোর্ড সূত্রের খবর, আসন্ন নিলামে দলগুলি সর্বোচ্চ ৯০ কোটি টাকায় ক্রিকেটার কিনতে পারবেন। তার বেশি নয়। এই ৯০ কোটি টাকার মধ্যেই ক্রিকেটার রিটেন করতে হবে। আইপিএলের নতুন মরশুমের নিলামের দিনক্ষণ জানানো না হলেও নভেম্বরের মধ্যেই দলগুলিকে রিটেন করা ক্রিকেটারদের তালিকা দিতে হবে বলে সূত্রের খবর। এত গেল পুরনো দলগুলির রিটেনশনের নিয়ম। শোনা যাচ্ছে আহমেদাবাদ এবং লখনউ এই দুই নতুন দলের জন্যও বিশেষ সুযোগ আনতে চলেছে বোর্ড। নতুন দলগুলি নাকি নিলামের বাইরেই তিনজন করে ক্রিকেটার কিনতে পারবে। পুরনো দলগুলি রিটেন করা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করার পরই তাঁরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ড্রাফটিংয়ের ব্যবস্থাও হতে পারে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৬ তম জন্মজয়ন্তী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩৭ তম মৃত্যুদিবসে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের শ্রদ্ধাঞ্জলী। ছবি নিজস্ব।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস-এ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র

আমেদাবাদ, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : আজ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৭ তম জন্মবার্ষিকী। গুজরাতের কেভাদিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে শ্রদ্ধা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০১৪ সাল থেকে এই দিনটি জাতীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। পাশাপাশি এদিন তিনি জাতীয় একতা দিবস-র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পৌরোহিত্য করেন।

এদিন তিনি সর্দার প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন মূর্তির পাদদেশে ফুল নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এদিন জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং এবং অন্যান্য ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম দিবসে এদিন আইটিবিপি, এসএসবি, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ এবং বিএসএফের ৭৫ জন সাইকেল-আরোহী প্রায় নয় হাজার কিলোমিটার পরিক্রমা করে কেভাদিয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলেও জানা গেছে। এছাড়া পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর এবং গুজরাট দেশের চার প্রান্ত থেকে ১০১ জন মোটরসাইকেল আরোহী দেশ ভ্রমণ করে এদিন কেভাদিয়ায় বল্লভ ভাই প্যাটেলের মূর্তি স্ট্যাচু অফ ইউনিটির উপস্থিত হয়ে জাতীয় একতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

এর আগে, অমিত শাহ টুইট করেছেন, 'সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের বলে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, লৌহ নেতৃত্ব এবং অদম্য দেশপ্রেমের সঙ্গে দেশের সমস্ত বৈচিত্র্যকে ঐক্যে রূপান্তরিত করতে পারে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির রূপ দিতে পারে। দেশের একীকরণের পাশাপাশি, সর্দার সাহেব স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক ভিত্তি স্থাপনের জন্যও কাজ করেছিলেন।'

অন্য একটি টুইটে তিনি বলেন, 'মাতৃভূমির জন্য সর্দার সাহেবের উতসর্গ, আনুগত্য, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ প্রতিটি ভারতীয়কে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য নিজেকে উতসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে। অখন্ড ভারতের এমন এক মহান কারিগরের জন্মদিনে তাঁর পায়ে প্রণাম এবং সমস্ত দেশবাসীকে "জাতীয় ঐক্য দিবস"-এর শুভেচ্ছা।'

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে গুজরাটের কেভাদিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে একটি কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সময় অমিত শাহ ছাড়াও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল সহ বিজেপির অনেক বড় নেতা উপস্থিত ছিলেন।

চক্রতায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতদের দু লক্ষ ও জখমদের ৫০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা

দেহরাদুন, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার উত্তরাখণ্ডে চক্রতায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার মৃতদের নিকট পরিজনের হাতে দু লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। জখমদের পরিবারের হাতেও ৫০ হাজার টাকা অনুদান বাবদ দেওয়া হবে বলে রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এদিন সকালে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় চলতে চলতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় গাড়ি। এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। চার জন গুরুতর আহত। চলছে উদ্ধারকাজ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের চক্রতায়।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজ শুরু করে দেওয়া হয়। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সঙ্গে এই কাজে হাত লাগান স্থানীয়রাও। চক্রতার স্টেশন হাউজ অফিসার জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৩টি মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দেহগুলিকে উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রাই। উদ্ধারকাজ চলছে। তবে যেহেতু এই অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম, তাই উদ্ধারকাজে খানিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থল দেরাদুন থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

করোনায় আক্রান্ত উর্মিলা মাতণ্ডকর, বাড়িতেই নিভৃতবাসে

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : বি-টাউনে ফের করোনার থাবা। এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী উর্মিলা মাতন্ডকর। নিজের অসুস্থতার খবর টুইট করে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। আপাতত তিনি খানিকটা সুস্থ রয়েছেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। চিকিৎসা চলছে পাশাপাশি। সাম্প্রতিককালে যাঁরাই অভিনেত্রীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, সকলকেই করোনা পরীক্ষা করার পরামর্শ দিলেন তিনি।

রবিবার একটি ছোট্ট টুইট করে উর্মিলা লিখেছেন, "আমার কোভিড ১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি শারীরিকভাবে মোটামুটি সুস্থই আছি। আপাতত বাড়িতে নিভৃতবাসে রয়েছি। গত কয়েকদিনে আমার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে, সুরক্ষার জন্য তাঁরা কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নিন। সবাই নিজের খেয়াল রাখুন, সাবধানে দীপাবলি কাটান।" উর্মিলার টুইটের পর উদ্বিগ্ন অনুরাগীদের মত বলিউডের অন্যান্য সহকর্মীরা।

কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী শাবানা আজমি আয়োজিত একটি গেট টুগেদারে দেখা গিয়েছিল উর্মিলাকে। সেই পার্টিতে বলিউডের আরও পরিচিত মুখেরা ছিলেন।

পুর ভোটের মুখে বিলোনীয়ায় বাইক বাহিনীর তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ অক্টোবর।। পূর ও নগর সংস্থার নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বিরোধীদের উপর হামলা চলছে বিলোনিয়া শহরে যতগুলি ঘটনাএরই মধ্যে ঘটেছে সবগুলি ক্ষেত্রে আংগুল উঠেছে শাসক বাইক বাহিনীর দিকে। বাইক বাহিনীর তান্ডব কে ঘিরে বিলোনিয়া শহরজুড়ে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। শুক্রবার রাতে এবং শনিবার দুপুরে সিপিআইএম দলের মনোনীত প্রার্থী ভোলা দাস ও নারীনেত্রী অর্থাৎ নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান খুকু ঘোষের বাড়ীতে আক্রমনের পর শনিবার রাতে ও আবারো বাইক বাহিনীর তান্ডব সি.আই. টি.ইউর নেতা বিক্রম লোধের বাড়ীতে।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিলোনীয়া রাম ঠাকুর স্মৃতি মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার সময় বাড়ির লোকেরা বিলোনিয়া থানাতে খবর দিলেও পুলিশ ঘটনার ঠিক এক ঘন্টা পরে আসে বলে অভিযোগ। এই সি. আই.টি.ইউর নেতার বাড়ীতে আক্রমণ চালিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয় বাড়ির জানালার কাচ সহ একটি মারতি গাড়ি। অভিযোগ ২০ থেকে ২৫ জনের একটি বাইক বাহিনী রাতের দিকে এই আক্রমণ সংঘটিত করে। প্রতিটি আক্রমণে বাইক বাহিনী পরিচয় লুকোবার জন্য মুখে কালো কাপড় বেঁধে আক্রমণ সংগঠিত করে। সি.আই.টি.ইউর নেতা বিক্রম সহ তার পরিবার যখন বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অথচ চিৎকার চেঁচামেচি শুনেও পাড়া-প্রতিবেশীরা সাহায্যের কোন হাত বাড়ায়নি।

এই এলাকার অনেকের অভিমত এই প্রথমবার রাম ঠাকুর স্মৃতি মন্দির এলাকায় এই ধরনের রাজনৈতিক আক্রমণ সংঘটিত করেছে যা এর আগে কখনো ঘটেনি। যদিও বা এই এলাকায় বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকারের বাড়ি। গৌতম সরকারের বাড়ি থেকে এই সি.আই.টি.ইউর নেতার বাড়ি ৫০মিটার দূরত্বে। মণ্ডল সভাপতির নাকের ডগার সামনেই হামলার সংঘটিত হয় কিন্তু উনি একবারের জন্যও বাইক বাহিনীর তাণ্ডব থেকে উনার নিজের এলাকাকে রক্ষা করতে পারেনি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের।

কৃষি সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩১ অক্টোবর।। ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকের বিএসি তহবিলের টাকায় শনিবার কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়। এদিন ডুম্বুরনগর ব্লকে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার ১০০জন কৃষক পরিবারের মধ্যে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, বিডিও এ ডার্লং সহ এলাকার সমাজসেবীগন। সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বলেন বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন ছেচরীমাই বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ অক্টোবর।। রবিবার সকাল এগারোটা সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের উদ্যোগে ছেচুড়ীমাই উচ্চ বিদ্যালয়ে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন করা হয়। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৪৬ তম জন্মদিন কে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।রবিবার সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের উদ্যোগে ছেচরীমাই উচ্চ বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মূখ্য আলোচক হিসেবে বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ চিত্রা পাল।

উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর কোহিলি দেববর্মা ও এস ডি তরুণী সরকার সহ অন্যান্য অতিথিরা। সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস এর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক সিপাহীজলা জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ চিত্রা পাল সহ অতিথিরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ছেচুরিমাই উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রীরা। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় একতা দিবস সিপাহীজলা জেলার তিনটি মহাকুমার বিশালগড় মহকুমা জম্বইজলা মহকুমা এবং সোনামুড়া মহকুমা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

এছাড়া মহকুমায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীদের কে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর কুহেলি দেববর্মা, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস টি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায়। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন রাষ্ট্রীয় একতা দিবস এদিনটি কোথায় থেকে আসলো সে বিষয় গুলি ছাত্রদেরকে আরও বিশেষ ভাবে জানতে হবে এই ধরনের মুনি-ঋষিদের কে স্মরণ করতে হবে। কিভাবে ভারত স্বাধীন হয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলি গুণীজনদের কে যত বেশি করে আলোচনা হবে তথই ছাত্রদের মঙ্গল হবে। এছাড়া আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্য আলোচক বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ চিত্রা পাল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ডঃ চিত্রা পাল আলোচনা করতে গিয়ে বলেন এমন মুনি-ঋষিদের যত স্মরণ করা যাবে তথ্য ছাত্রদের মনে দেশ ঘটনের মানসিকতা জাগবে। এছাড়া তিনি বল্লভ ভাই প্যাটেলের জীবনী সম্পর্কে তুলে ধরেন ব্রিটিশদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করেছিল।

মুখ্য আলোচক রবীনাথ ঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষা চিত্রা পাল বলেন এই ধরনের মনীষীদের কে যতই স্মরণ করা যাবে ততই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ইতিহাসের বিষয় গুলো জেগে উঠবে। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় একতা দিবস এর ছেচরীমাই উচ্চ বিদ্যালয়ে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী সহ ছেচুড়ীমাই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

প্রার্থী ঘোষণা হতেই আমবাসা পুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে নেমেছে বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই ধলাই জেলার আমবাসা পুর পরিষদে বাড়ি বাড়ি প্রচারে নেমেছে বিজেপি দলের প্রার্থীরা। বিরোধী-শূন্য পুর পরিষদ গঠন করার লক্ষ্যে তারা জনমত গঠনের কাজে ময়দানে নেমেছেন। এদিকে সিপিআইএম প্রার্থীরা আগেভাগেই মনোনয়নপত্র জমা দিলেও প্রচারে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই তাদের।

বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পরই কোমর বেঁধে মাঠে নামলো বিজেপির প্রার্থীরা। আমবাসা পুর পরিষদের নির্ঘণ্ট বাজার সাথে সাথেই মাঠে নেমে পড়েছিল বিজেপি। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর এবার জনসম্পর্ক অভিযানে নামল আমবাসা পুর পরিষদের বিজেপির ১০ ও ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থীরা। বাড়ি বাড়ি জনসম্পর্ক অভিযান ও ভোট প্রচারে যায় প্রার্থীরা। লক্ষ্য একটাই আমবাসা পুর পরিষদের১৫ টি আসনে পদ্ম ফুল ফোটানো। ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী তথা ধলাই জেলার বিজেপির বলিষ্ঠ নেতা উত্তম অধিকারী রবিবার সকালে ভোট প্রচারে নামেন। ১০ ও ১১ নং দুইটি ওয়ার্ড চষে বেড়ান তিনি। ১০ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী সীতা পালকে নিয়ে এদিন ভোট প্রচারে নামেন। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই একপ্রকার ২ টি ওয়ার্ডেই দাপট দেখালো বিজেপি। দুইটি ওয়ার্ডের জনসম্পর্ক অভিযানে এলাকাবাসী থেকে ব্যাপক সমর্থন পায় দুইটি ওয়ার্ডের প্রার্থী। এক সাক্ষাৎকারে ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী তথা বিজেপির ধলাই জেলার সহ-সভাপতি উত্তম অধিকারী জানান ১৫ টি ওয়ার্ডেই পদ্মফুল ফুটবে, বিরোধী-শূন্য হবে পুর পরিষদ, জামানত জব্দ হবে বিরোধীদের, বিরোধী বলতে কিছুই নেই আমবাসা পুর পরিষদ এলাকায়,।

অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি একপ্রকার ঘরে বসে পড়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দিলেও প্রচারে নেই বিরোধীদল সিপিএম। এখন দেখার বিষয় পুরো পরিষদ নির্বাচনে জনমত কার দিকে যায়।

কৃষকদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে ফল ভালো হবে না, হুঁশিয়ারি রাকেশ টিকাইতয়ের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স) : দিল্লি সীমান্ত থেকে আন্দোলনকারী কৃষকদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হবে না বলে সরকারকে সতর্ক করলেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত। কৃষকরা সমস্ত সরকারি অফিসকে শস্য মান্ডিতে পরিণত করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

রবিবার ট্যুইটারে রাকেশ টিকাইত লেখেন, 'যদি জোর করে কৃষকদের সীমান্ত থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে দেশের সমস্ত সরকারি অফিসগুলিকে শস্য মান্ডিতে পরিণত করবে তাঁরা।'

গত ১১ মাসেরও বেশি সময় ধরে দিল্লির গাজীপুর, টিকরি ও সিঙ্ঘু সীমান্তে কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। ফলে ব্যারিকেড ও সিমেন্টের ব্লক দিয়ে আন্দোলনস্থল সংলগ্ন রাস্তা ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছিল যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দু'দিন আগে গাজীপুর ও টিকরি সীমান্ত থেকে ব্যারিকেড ও সিমেন্টের ব্লক সরিয়ে নেয় পুলিশ। দীর্ঘদিন রাস্তা ঘিরে অবরোধ করার জন্য কৃষক আন্দোলনেরও সমালোচনা করেছে শীর্ষ আদালত। তারপরই এই মন্তব্য করেছেন রাকেশ টিকাইত। টিকরি সীমান্তের রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়ার ফলে রাজস্থান ও হরিয়ানা থেকে যাঁরা দিল্লি যাতায়াত করেন, তাঁদের অনেক সুবিধা হবে।

কালীপূজার আয়োজনে খামতি নেই ধর্মনগরের উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ অক্টোবর।। আর হাতে মাত্র তিনটি দিন তারপর গোটা রাজ্য মেতে উঠবে আলোর উৎসব দীপাবলিতে।রাজ্যের সবকটি বড় বাজেটের পূজো ও বারোয়ারী পূজো গুলি সেরার সেরা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরার জন্য দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।সার্বজনীন পূজা কমিটি ও ক্লাব কর্তৃপক্ষরা কোনো খামতি রাখছেননা।অধিকাংশ প্যান্ডেল গুলিতেই নদীয়া নবদ্বীপের শিল্পীরা দুর্গাে পুজোর আগে থেকেই প্যান্ডেল তৈরি করে আসছেন।যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর করোনা আবহের ফলে অনেকটা আর্থিক মন্দা ও সা-সামগ্রীর বাজার অগ্নিমূল্য।সুতরাং পুজো উদ্যোক্তাদের অনেকটা হিমশিম খেতে হচ্ছে। তবুও উনারা দর্শনার্থীদের কাছে নতুনত্ব উপহার দিতে দিনরাত একাকার করে যাচ্ছেন।তবে কালীপুজো মানে উত্তরের ধর্মনগর শহরের পুজো।

গোটা রাজ্যের মধ্যে ধর্মনগর শহরে বড় বাজেটের কালী পুজো হয়ে থাকে।এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।ধর্মনগরের কালীপুজো চিরাচরিতভাবে ধুমধামের মাধ্য দিয়ে হয়ে থাকে।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও বহিঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত প্রাণ দর্শনার্থীরা কালী পুজো দেখতে ধর্মনগর শহরে ছুটে আসেন।প্রতিটি মন্ডপে মন্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় কালীপুজোর আগের দিন থেকে শুরু করে চলে ৫/৬ দিন পর্যন্ত।গোটা ধর্মনগর শহর বিভিন্ন রকমারি লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে পড়ে।অন্যান্য বছর ধর্মনগর এলাকায় ছোট-বড় প্রায় ১০০ এর অধিক কালীপুজোয় হয়ে থাকলেও এবছর পরিমাণে পুজো কম হচ্ছে।তবে ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৭/৮ টি বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে।সেই ক্লাব গুলি হল আমরা সবাই ক্লাব, অ্যাথলেটিক ক্লাব, এ্যারিয়েন্স ক্লাব,ওয়াই এম সি,বয়েজ ক্লাব,নবরুপ সঙ্গ,নেতাজি ক্লাব এবং রেলওয়ে ইয়ং ম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাব।তার মধ্যে এবছরে সবথেকে বড় বাজেটের পুজো হলো শিববাড়ীর বয়েজ ক্লাবের কালি পূজো।

বয়েজ ক্লাবের এবারের বাজেট ২১ লক্ষ টাকা। তাদের থিম দেবাদি দেব মহাদেবের নট্য ভূমি নিয়ে। বয়েজ ক্লাব কর্তৃপক্ষরা জানান,বয়েজ ক্লাবের পুজো ৩৭ তম বছরে পা দিলো।এমনকি বয়েজ ক্লাব এবারও ধর্মনগর শহর সহ রাজ্যের মধ্যে সেরার সেরা স্থান দখল করতে সক্ষম হবে।উনারা প্রতিবছর দর্শনার্থীদের কাছে কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রয়াস করেন এবারও এক ভিন্ন মাত্রায় উনাদের প্রয়াস ক্লাব কর্তৃপক্ষরা আরো জানান,উনাদের লাইটিংয়ের রয়েছে রকমারি আকর্ষণ।সাথে চন্দ্রপুরের এরিয়্যান্স ক্লাবের এবারের বাজেট ২০ লক্ষ টাকা।এবছর এরিয়্যান্স ক্লাবের পুজো ৪৯ বছরে পা দিল।এবারে তাদের থিম করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে ত্রানের উপর ক্লাব কর্তৃপক্ষদের আশা ওনারা এবছর দর্শনার্থীদের কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন।পাশাপাশি লাইটিংয়ে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ।সম্পূর্ণ পিক্সেল লাইটের উপর থাকছে এরিয়্যান্স ক্লাবের লাইটিং।অপরদিকে নয়াপাড়ার আমরা সবাই ক্লাবের এবারের থিম বৌদ্ধ দেবের যুগল মন্দির।আমরা সবাই ক্লাবের এবারের বাজেট ৯ লক্ষ টাকা।এবারে তাদের পুজো ২৮ তম বছরে পা দিলো। অধিকাংশ বাঁশের উপর এবারের প্যান্ডেল। বাজেট কিছুটা কম হলেও দর্শনার্থীদের মন কাড়তে পারবেন বলে আশাবাদী আমরা সবাই ক্লাবের শিল্পীরা।প্রায় ১৬ জন নবদ্বীপের শিল্পী দিনরাত একাকার করে কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়াও অ্যাথলেটিক, ওয়াই এম এ সি, নেতাজি ক্লাব, নবরুপ সঙ্গ, রেলওয়ে ইয়ং মেন অ্যাথলেটিক ক্লাবও দর্শনার্থীদের মন কাড়তে নানা কুটির শিল্প, নানা কাল্পনিক আদলে তৈরি মন্দির তৈরি করছেন।ব্যবহার করছেন বাঁশ,বেত,কাপড়, থারমো কল,ফুম ইত্যাদি।এককথায় সবকটি বড় বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা।

তবে ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে কালীপুজো মানে অনেকটাই ভিন্ন মাত্রায় আনন্দ। ভিন্নমাত্রায় ঐক্যের মিলন বন্ধন।গোটা শহর আলোয় মুখরিত।তবে ধর্মনগর শহরের প্রান কেন্দ্র অর্থাৎ টাউন কালি বাড়ির কালি পূজোও হয়ে থাকে ধুমধামে। তাছাড়া ধর্মনগর শহরে কালি পূজো বরাবরই উচ্চমার্গের হয়ে থাকে।এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।ধর্মনগর শহরে সাধারণ মানুষ শান্তি ও সুশৃঙ্খল ভাবে সারারাত পুজো দেখেন।চলে পুজোর আগের দিন থেকে ৫/৬ দিন। পাশাপাশি কালীপুজোর জমজমাট ৫/৬ দিন কাটানোর পর বিসর্জনটাও মনমুগ্ধকর শান্তিপূর্ণ ও চিত্রাকর্ষন হয়ে থাকে।

রবিবার আগরতলায় অঞ্জলী চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের আর্থিক সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।